বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

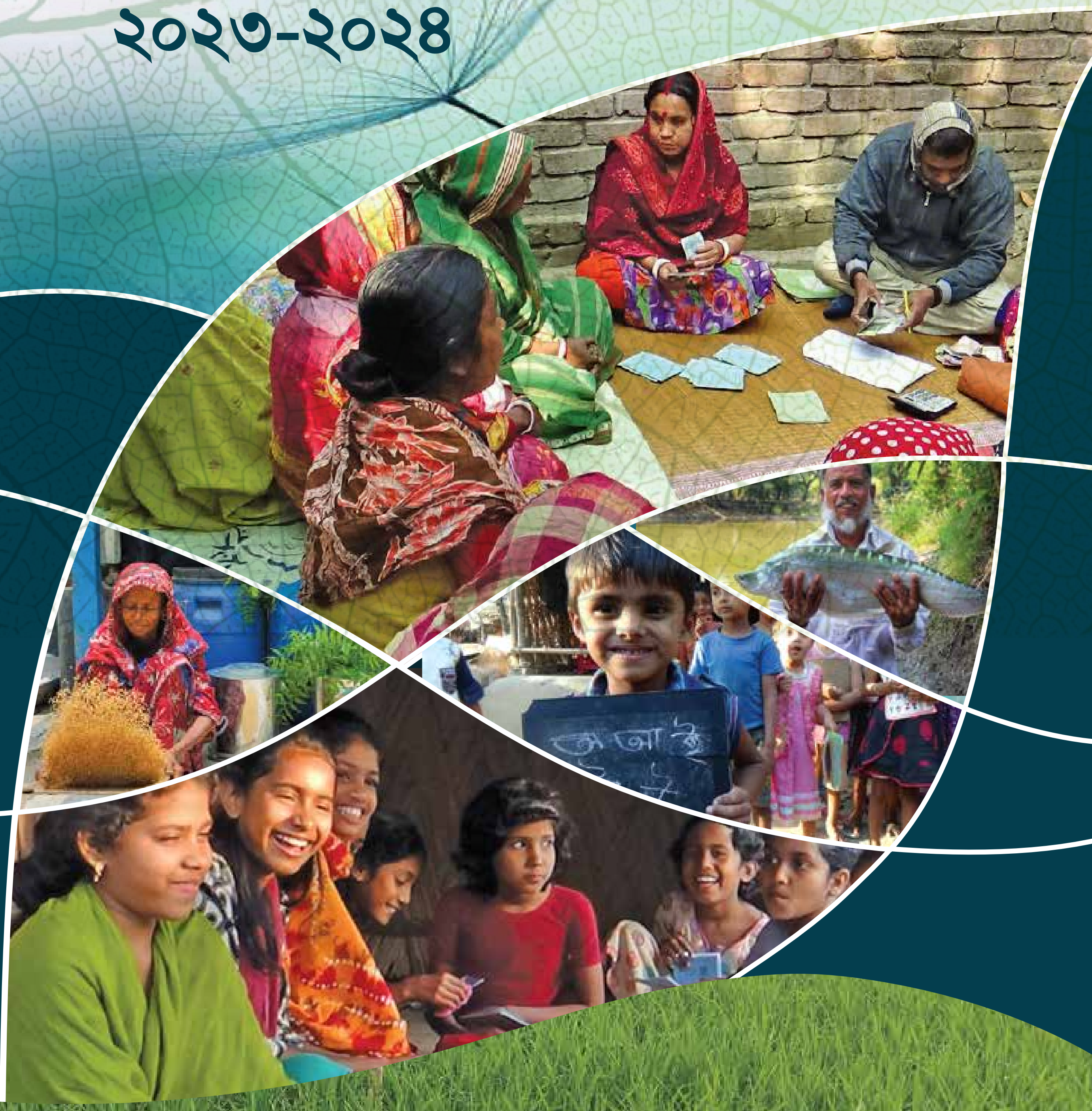

অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)

সূচীপত্র

চেয়ারম্যানের কথা / ০২

মুখবন্ধ / ০৩

এডিআই পরিচিতি / ০৪

নির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দ / ০৫

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা / ০৫

সংস্থার কর্মএলাকা / ০৬

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা / ০৭

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র অর্থায়ন / ০৭

ঋণ কম্পোনেন্ট পরিচিতি / ০৮

সমন্বিত কৃষি ইউনিট কর্মসূচী / ১৮

কৃষি ইউনিট / ২০

মৎস্য ইউনিট / ২৭

প্রাণী সম্পদ ইউনিট / ৩৪

সমৃদ্ধি কর্মসূচী / ৪০

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন / ৪৫

বিভিন্ন দিবস উৎযাপন / ৪৬

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা / ৪৯

সফলতার গল্প / ৫০

আর্থিক প্রতিবেদন / ৫২

নির্দেশনায়	ঃ	মোহসেন আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক
সম্পাদনায়	ঃ	মিতা মজুমদার, ব্যবস্থাপক
সহযোগীতায়	ঃ	বিভাগীয় প্রধান (সকল বিভাগ) ফোকাল পার্সন (মৎস্য, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট) ফোকাল পার্সন (বিডি রুরাল ওয়াশ প্রকল্প ও সমৃদ্ধি কর্মসূচি)
গ্রাফিক্স ডিজাইন	ঃ	আফরোজা সুলতানা
প্রকাশকাল	ঃ	জুলাই ২০২৪
প্রকাশনায়	ঃ	**অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)** বাসা-৫৮ (৪র্থ ও ৫ম তলা), ব্লক-বি, রোড নং-০৩, নিকেতন, গুলশান-০১ ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২ ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com, ওয়েব : https://www.adi-bd.org

চেয়ারম্যানের কথা

এডিআই মূলত মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমাজের পিছেয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে। এ বছর মোট ৪৬৯১০ জন সদস্যর নিকট ৩১৩.৭৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এডিআই তার সদস্যদের সুরক্ষায় সৃষ্ট সদস্য নিরাপত্তা তহবিল হতে হঠাৎ বিপদে (যেমন - মৃত্যু, দূর্ঘটনা, রোগব্যধি কিংবা ঋণের টাকায় পরিচালিত প্রকল্প) পড়ে যাওয়া সদস্যদের এ বছর ১.৬০ কোটি টাকারও বেশী সহায়তা প্রদান করেছে। যা ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে ভূমিকা রাখছে।

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচীতে এ বছর আরও ০৬টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এতে করে মোট ১৭টি শিক্ষাকেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩৪২ জন। কোভিড-১৯ এর ধকল কাটিয়ে এ কর্মসূচী আবার আস্তে আস্তে সচল হয়ে উঠছে।

আলোচ্য বছরে সংস্থা প্রবীণ আশ্রয়স্থল স্থাপনের জন্য মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের পাশে ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ীসহ জমি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করেছে।

২০২৩ - ২০২৪ অর্থবছরে এডিআই কার্যনির্বাহী বোর্ডের ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এডিআই এর সকল কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং বোর্ড সদস্যগণ মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাছাড়া সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যকে নিয়ে একটি বার্ষিক সাধারণ পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি সম্মানিত সকল সদস্যকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

তাছাড়া সংস্থার এই অগ্রগতিতে যারা আমাদের সাহায্যে, সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষ করে এমআরএ, পিকেএসএফ, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সংস্থার সকল কার্যক্রমের সকল স্তরের কর্মীদের। তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। এডিআই এগিয়ে যাক তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে।

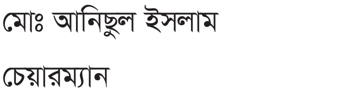

মোঃ আনিছুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

মুখবন্ধ

অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষগুলোর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার করলো সাফল্যময় আরো একটি বছর। ২০২৩-২৪ একটি ব্যতিক্রমী পরীক্ষার বছর হিসাবে অব্যাহত ছিল। দেশ জুড়ে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ, অর্থনৈতিক গতিশীলতায় পরিবর্তন, সদস্যদের ব্যবহারে পরিবর্তন সত্ত্বেও একদল তরুণ-বয়সী প্রাণবন্ত কর্মীবাহিনী আমাদের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে। সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে আমরা আমাদের কার্যক্রমসমূহকে আশাবাদী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বেশকিছু ব্যয় সংকোচ করে আর্থিক কর্মক্ষমতা অর্জন করেছি। সার্বিক কর্মক্ষমতা ও সঙ্গতি অর্জনের আগ পর্যন্ত সংস্থার কর্মএলাকা সম্প্রসারণ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে সংস্থা তার উপকৃত সকল সদস্যদের সেবা যেমন-ঋণ কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য এবং পশুপালন, সামাজিক জনসচেতনতা ও অনুপ্রেরণা, আর্থিক পরিষেবা, ত্রান ও অনুদান, চিকিৎসা সেবা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রদানে অঙ্গীকার বদ্ধ ছিল। সংস্থার এক বছরের সার্বিক কার্যক্রম প্রতিফলিত হয়েছে এই বার্ষিক প্রতিবেদনে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পাশাপাশি আমাদের সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের সহায়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। উন্নয়ন অগ্রযাত্রার এই স্রোতধারাকে গতিশীল রাখতে সংস্থার কর্মী-কর্মকর্তা যাদের আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টার ফসল আজকের এই সাফল্য ধন্যবাদ ও শুভকামনা তাদের জন্য। যে সকল শুভাকাঙ্খী ও দাতা সংস্থা আমাদের সাথে থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগীতাসহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সার্বক্ষনিক পাশে থেকেছেন তাদের জন্য রইল ধন্যবাদসহ অভিনন্দন।

এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানামুখী প্রতিবন্ধকতা সংস্থার উন্নয়ন গতিধারাকে দৃঢ় করেছে, সংস্থা তার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তালার অসিম কৃপায় আগামী বছরগুলিতেও এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে এটাই আগামী দিনের প্রত্যাশা।

মোহসেন আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক

এডিআই পরিচিতি

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থা। কয়েকজন সমমনা উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এডিআই-এর মূল লক্ষ্য, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো। সংস্থা সমন্বিত উন্নয়ন ধারায় বিশ্বাস করে যা কিনা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা।

সংস্থার আইনগত ভিত্তি ঃ

- ✦ সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৩ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং ঢ-০৩০২০, তারিখ ঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং ।
- ✦ সংস্থা এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো হতে ১৯৯৫ সালে নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধীকরণ নং এফ.ডি.-৯০২, তারিখ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ ইং।
- ✦ সংস্থা সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন অব সোসাইটিস এ্যাক্ট XXI, ১৮৬০ ইং অনুসারে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃক ২০০১ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং এস- ২৬৪২(৫৫)/২০০১,তারিখ ঃ ১৫ নভেম্বর ২০০১ইং।
- ✦ সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে সনদ লাভ করে যার নং ০০৭১১-০০০২৭-০০০০৩০৩, তারিখ ২০ জুলাই ২০০৮ ইং।
- ✦ সংস্থার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ঃ ০০২১৫৫৯৮৯ - ০১০১
- ✦ সংস্থার টিন ঃ ৫৪৯৭৭৩৭৮৮৬৫৭

সংস্থা নিম্লোক্ত ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত ঃ
মাইক্রো ক্রেডিট সামিট,ওয়াশিংটন, ইউএসএ
CDF ঃ ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
NEARS ঃ নেটওয়ার্ক ফর এনসিউরিং এডোলিসেন্ট রিপ্রোডাকটিভ হেল্থ রাইটস এন্ড সার্ভিসেস
BACMAH ঃ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর চাইল্ড এন্ড এডোলিসেন্ট মেন্টাল হেলথ এন্ডফ্যামেলি
ATCB ঃ এসোসিয়েশন অফ থেরাপিউটিক কাউন্সিলরস, বাংলাদেশ

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ
সাধারণ পরিষদঃ সংস্থা পরিচালনায় সুষ্ট ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি স্থায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজের জ্ঞানীগুণী ২১ জন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংস্থার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদ থেকে নির্বাচিত ৭ সদস্য নিয়ে সংস্থার বোর্ড / নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

চেয়ারম্যান
জনাব মোঃ আনিছুল ইসলাম

সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক
জনাব মোহসেন আরা বেগম

পরিচালকবৃন্দ
জনাব মোঃ নূর আহম্মদ
জনাব হোসনে আরা বেগম
জনাব আয়েশা ছিদ্দিকা
জনাব নাজনীন আক্তার
জনাব শামীম আরা বেগম

নির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দ

জনাব মোঃ আনিছুল ইসলাম
চেয়ারম্যান

জনাব মোহসেন আরা বেগম
সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক

জনাব মোঃ নূর আহম্মদ
পরিচালক

জনাব হোসনে আরা বেগম
পরিচালক

জনাব আয়েশা ছিদ্দিকা
পরিচালক

জনাব নাজনীন আক্তার
পরিচালক

জনাব শামীম আরা বেগম
পরিচালক

সংস্থার কর্মএলাকা ঃ সংস্থা ১২টি জেলার ৫৭টি উপজেলার ২৪২টি ইউনিয়ন/ পৌরসভার আওতাধীন ১৩২২টি গ্রামে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

Geographical coverage of adi

- Divisions
- Working Zone
- Branch office
- working Division boundary
- Existing working district
- New Expansion district

Existing Working Districts

1. Dhaka
2. Gazipur
3. Manikganj
4. Munshiganj
5. Magura
6. Jashore
7. Narail
8. Faridpur
9. Rajbari
10. Chandpur
11. Cumilla
12. Chattogram

Key numbers

No. of Branch Office	45
No. of Region Office	9
No. of Zone office	4
No. of Divison	3
No. of District Covered	12
No. of Upazilla Covered	47

Proposed Expansion Districts

1. Noakhali
2. Feni
3. B. Baria
4. Gopalganj
5. Narsingdi
6. Kushtia

47	375	60696	46910	197.90 Crore BDT	77.30 Crore BDT
Existing Branches	Staff	Total Members	Total Borrowers	Total Loan Outstanding	Total Savings

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তাঁকে সহযোগীতা করছে মূলতঃ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ, প্রোগ্রাম বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, মনিটরিং বিভাগ, আইটি বিভাগ এবং নিরীক্ষা বিভাগ। ০৪টি জোনে ০৯টি আঞ্চলিক অফিস কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে থেকে ৪৭টি ব্রাঞ্চের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে ০১ জন করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক এবং ৪-৬ জন কমিউনিটি অফিসার রয়েছে। সংস্থায় মোট ৩৭৫ জন স্টাফ রয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ২৭ জন, ঋণ কার্যক্রমে ২৯৪ জন (জোনাল/আঞ্চলিক পর্যায়ে ২৩ জন এবং ব্রাঞ্চ পর্যায়ে ২৭১ জন) সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৫৪ জন।

স্টাফদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংস্থার প্রতি আন্তরিক এবং অনুগত হওয়ার জন্য সংস্থার অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়মিত ভাবে পাক্ষিক ভিত্তিতে "ব্রাঞ্চের কর্মী সভা", মাসিক ভিত্তিতে "আঞ্চলিক সমন্বয় সভা" এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে "কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভার" আয়োজন করা হয়। সভায় প্রতিটি স্তরে কাজের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন, অগ্রগতি এবং কাজের গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র অর্থায়ন

দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের প্রতিকূল হতে অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি তথা জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯৪ সাল থেকে সংস্থা ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে পিকেএসএফ, মিউচুয়ালট্রাস্ট, মিডল্যান্ড, সাউথইস্ট, মার্কেন্টাইল, সাউথবাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স, প্রিমিয়ার, ট্রাস্ট এবং সোনালী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এই কার্যক্রমের পরিধি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে মাঠপর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চিত্র: ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সভা

ঋণ কম্পোনেন্ট পরিচিতি

জাগরণ (ক্ষুদ অর্থায়ন)

ভূমিহীন, শ্রমজীবি পরিবার, ক্ষুদ্র পেশাজীবি পরিবার, প্রান্তিক চাষী, স্বামী পরিত্যক্তা এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সদস্যদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

অগ্রসর (এন্টারপ্রাইজ)

যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ বা উদ্যোগ গ্রহণ করছে তাদের ব্যবসার পুঁজি সরবরাহের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক ভিত্তিতে এবং ১-২ বৎসর মেয়াদী ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

সুফলন (মৌসুমী)

গ্রহীতাদের মৌসুম ভিত্তিক কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

কেজিএফ সুফলন (মৌসুমী)

গ্রহীতাদের কৃষি পন্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যক্রমে মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র)

অতিদরিদ্র, ভিক্ষুক, ভূমিহীন, বৃদ্ধ কিন্তু কর্মক্ষম, দৈহিক ভাবে প্রতিবন্ধী, অন্য লোকের আশ্রয়ে বসবাসরত অদক্ষ লোক, দাসত্ব শ্রম, গৃহভৃত্য, যার আর কোন আয়ের উৎস নেই তাদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১০% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমুলক (আইজিএ)

প্রকল্পের আওতাধীন সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমুলক কর্মকাণ্ডে সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে ১২.৭% সার্ভিসচার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

সমৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (এলআইএল)

সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক ভিত্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

সমৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টি (এসিএল)

সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য মাসিক কিস্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন (এলআরএল)

কোভিড ১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধার এর জন্য বিশেষায়িত ঋণ ৯.৫% ও ৪% সার্ভিসচার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)

কোভিড ১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষায়িত ঋণ হিসাবে ৯.৫% সার্ভিস চার্জ হারে অর্থায়ন করা হয়।

কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর তথ্য

কম্পোনেন্ট	২০২৩-২০২৪			
	সদস্য (সংখ্যা)	সঞ্চয় (কোটি)	গ্রহীতা (সংখ্যা)	স্থিতি (কোটি)
জাগরন	৪৬১১৪	৪৮.৪৭	৩৩৬৬০	৯৭.১৩
অগ্রসর	৯১৯০	২০.৬৮	৭৯১৭	৭৬.৪২
বুনিয়াদ	১৭৯৪	২.০৮	১৩২১	১.৩৪
সুফলন	২৩৭৯	০	১৫২৪	৩.০৮
কেজিএফ সুফলন	৮৩৯	০	৬৬১	১.৬০
ওয়াশ-(ওয়াটার এন্ড সেনিটেশন)	৫৬৬	০	৫৬৬	০.৯৭
সমৃদ্ধি- প্রকল্প	১২২৬	১.২৭	১০০৮	৩.৭৩
এমডিপি (অগ্রসর)	৮০	০.২৯	৬৩	০.৩৭
এমডিপি (এএফ)	১০৭	০.৩৫	৬৪	০.৫০
এমডিপি (এমএফসিএফ)	৪৫৪	২.০১	৪৪৬	৬.৭৫
এলআরএল	২৬৩	০.০৩	১৯০	০.১২
ব্যাংক- (এএসএল)	১৫০৪	১.৫৪	১৫১৮	৪.১৪
ব্যাংক- (এসএমই)	৩৩৮	০.৫৮	২৮৩	১.৭৫
মোট	৬০৬৯৬	৭৭.৩০	৪৬৯১০	১৯৭.৯০

নোট ঃ সুফলন, কেজিএফ সুফলন, এলআইএল, এসিএল, এলআরএল এবং ওয়াটার ও স্যানিটেশন খাতের সদস্যদের মাঝে ডাবল বিনিয়োগ রয়েছে, সদস্য হিসাবভুক্ত করার সময় এদেরকে একবার হিসাব ভুক্ত করা হয়েছে।

বছর ভিত্তিক ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর তথ্য

বিবরণ	জুন ২০২১	জুন ২০২২	জুন ২০২৩	জুন ২০২৪
ব্রাঞ্চ সংখ্যা	৪১	৪৫	৪৭	৪৭
ঋণী সংখ্যা	৩৭৫৫৭	৪৬৭২৯	৪২৮০৪	৪৬৯১০
মোট অর্থায়ন (কোটি টাকা)	১৩৬.৩৫	২৩৩.৩৬	২৮৯.৮৩	৩১৩.৭৬
অবশিষ্ট স্থিতি (কোটি টাকা)	৯৭.৫৯	১৫১.৩১	১৭৭.৪২	১৯৭.৯০
স্থিতিবৃদ্ধি (কোটি টাকা)	১.১	৫৩.৭২	২৬.১১	২০.৪৮
গড়স্থিতি (শাখা) (কোটি টাকা)	২.৩৮	৩.৩৬	৩.৭৭	৪.২১
গড়স্থিতি (সুফলভোগী)	২৫৯৮৫	৩২৩৮০	৪১৪৪৯	৪২১৮৭
চলতি আদায় (%)	১০০%	৯৬.৬৫%	৯৮.৯৬%	৯৫.৬১%
ক্রমপুঞ্জিভূত আদায় (%)	৯৯.৫৫%	৯৮.৭১%	৯৯.১৯%	৯৮.৮৩%

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর সঞ্চয় আমানত ঃ

নিয়মিত/বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঃ সমিতিভূক্ত সকল সদস্যর সম্মতিতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একটি অভিন্ন হারে সঞ্চয় জমা করে থাকে তাকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর ৬% হারে লাভ প্রদান করা হয়।

মাসিক সেচ্ছা সঞ্চয় (এমভিএস) ঃ

সমিতির সদস্য কর্তৃক সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে যে কোন পরিমাণ সঞ্চয় জমা এবং যে কোন সময় উত্তোলন করতে পারে। তাকে স্বেচ্ছা সঞ্চয় বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর ৬- ১২% হারে লাভ প্রদান করা হয়।

মেয়াদী সঞ্চয় ঃ

সংস্থায় তিন ধরনের মেয়াদী সঞ্চয় রয়েছে। এই ধরনের মেয়াদী সঞ্চয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় এবং মেয়াদের উপর নির্দিষ্ট হারে লাভ প্রদান করা হয়।

মাসিক সঞ্চয় স্কীম (এমডিএস) ঃ

সমিতির সদস্য কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে নির্দিষ্ট সময়ের (সর্বনিম্ন ৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর) জন্য যে সঞ্চয় জমা করে থাকে তাকে মাসিক সঞ্চয় স্কীম (এমডিএস) বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর ৬-১২% হারে লাভ প্রদান করা হয়।

মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় (এমপিডি) ঃ

সদস্য কর্তৃক ন্যূনতম ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন পরিমাণ পর্যন্ত (হাজারের হিসাব অনুযায়ী) নির্দিষ্ট সময়ের (সর্বনিম্ন ১ বছর) জন্য সংস্থার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রেখে ১২% হারে মাসিক ভিত্তিতে লাভ/মুনাফা গ্রহণ করে থাকে তাকে মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় বলা হয়।

স্থায়ী সঞ্চয় (এফডি) ঃ

সদস্য কর্তৃক যে কোন পরিমাণ অর্থ ন্যূনতম ১০,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন পরিমাণ অর্থ (হাজারের হিসাব অনুযায়ী) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংস্থার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখে এবং সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পরে জমাকৃত টাকা লাভসহ এককালীন প্রদান করে থাকে তাকে স্থায়ী সঞ্চয় বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর বছর ভিত্তিক সর্বনিম্ন ১০% এবং সর্বোচ্চ ১২.৫% চক্রবৃদ্ধি হারে লাভ প্রদান করা হয়।

সঞ্চয় আমানত

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	সাধারণ/বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (কোটি টাকা)	মাসিক আমানত (কোটি টাকা)	স্থায়ী এবং মাসিক মুনাফা ভিত্তিক আমানত (কোটি টাকা)	মোট সঞ্চয় (কোটি টাকা)
০১	জাগরন	২৯.৫৩	১৩.৯২	৫.০১	৪৮.৪৭
০২	অগ্রসর	১৬.১৩	৩.৭৮	০.৭৮	২০.৬৭
০৩	বুনিয়াদ	০.৮৬	১.১০	০.১৩	২.০৮
০৪	সমৃদ্ধি- প্রকল্প	০.৯২	০.২৯	০.০৬	১.২৭
০৫	এমডিপি (অগ্রসর)	০.১৫	০.১৩	০	০.২৯
০৬	এমডিপি (এএফ)	০.১৯	০.১৭	০	০.৩৬
০৭	এমডিপি (এমএফসিএফ)	১.২৮	০.৬৮	০.০৬	২.০১
০৮	এলআরএল	০.০১	০.০২	০	০.০৩
০৯	ব্যাংক- (এএসএল)	১.১১	০.৪১	০.০২	১.৫৪
১০	ব্যাংক- (এসএমই)	০.৫০	০.০৮	০	০.৫৮
	মোট	৫০.৬৮	২০.৫৯	৬.০৬	৭৭.৩০

জাগরণ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লাভজনক ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও পুঁজি গঠনে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্রতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সদস্যদের হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, সেলাই মেশিন ক্রয়, শাক-সবজি চাষ, কুটিরশিল্প , রিকশা-ভ্যান ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ৫-৯৯ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪৬১১৪ জন সদস্যর মাঝে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছর শেষে ৩৩৬৬০ জন সুফলভোগীর মাঝে ৯৭.১৩ কোটি টাকা স্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ১১৩৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

০৫ বছরে জাগরন ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

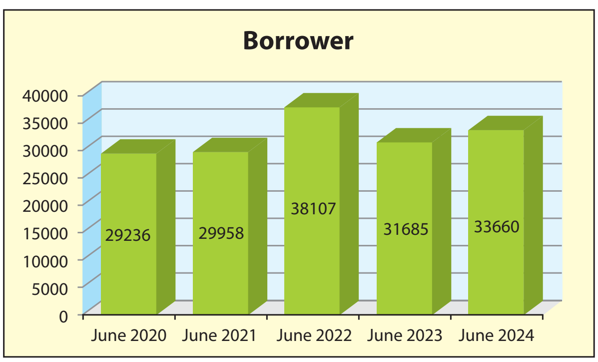

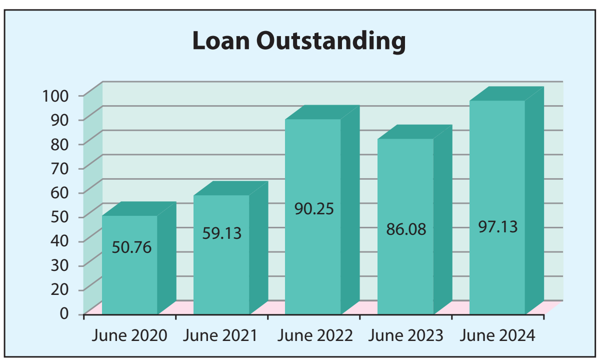

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সদস্য ব্যবসা সম্প্রসারন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তাদের "অগ্রসর" কার্যক্রমের আওতায় ১-২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রহীতাদের মাঝে অর্থায়ন করা হয়। চলতি অর্থবছর শেষে ৭৯১৭ জন ঋণ গ্রহীতার কাছে ৭৬.৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগ স্থিতি রয়েছে। কার্যক্রমের শুরু হতে এই পর্যন্ত ৫০৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিগত ৫ বছরে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

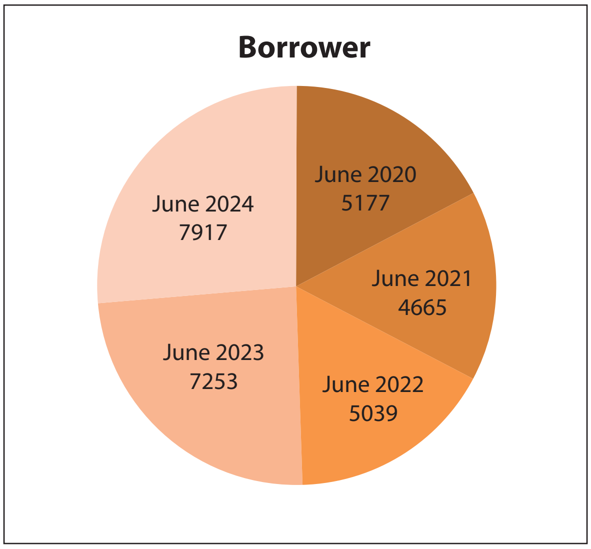

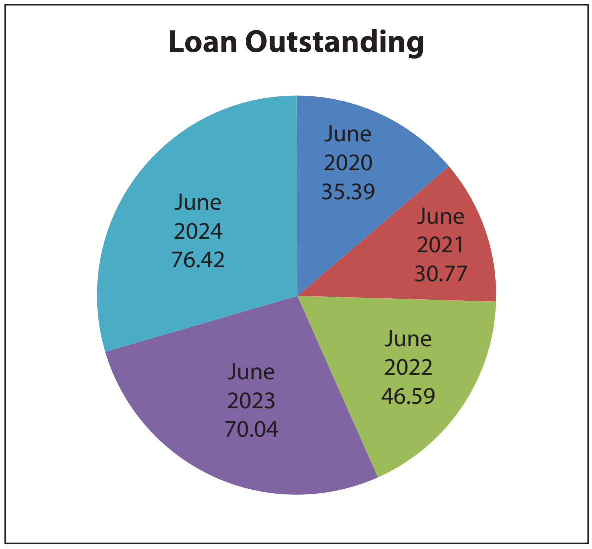

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের ১-৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। চলতি অর্থবছর শেষে ১৯৭৯ জন সদস্যর মধ্য হতে ১৫১১ জন ঋণ গ্রহীতা এই খাতে অর্থ গ্রহণ করে যাদের কাছে ১.৪৬ কোটি টাকা স্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ৪১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিগত ৫ বছরে বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

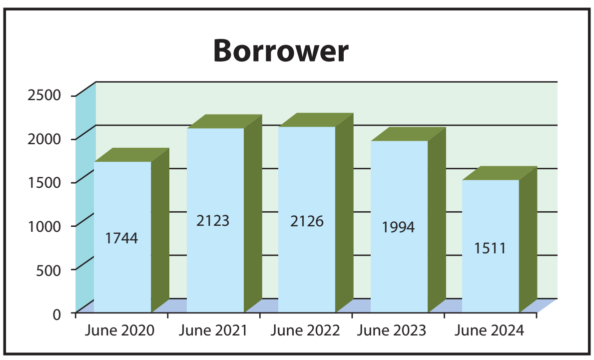

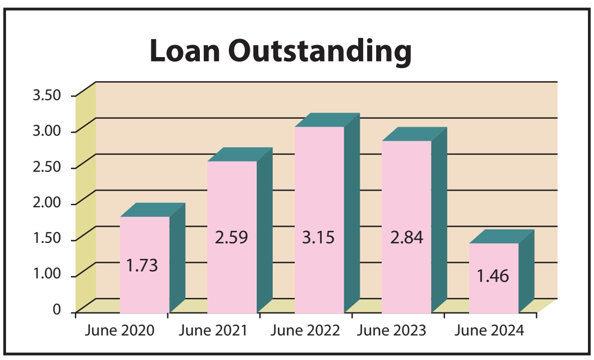

সুফলন ঋণ কার্যক্রম

গ্রহীতাদের মৌসুম ভিত্তিক এককালীন (৫ মাস পর) পরিশোধযোগ্য ৫-৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত এই খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। এইখাতে ঋণ গ্রহণ করে গ্রহীতারা বাড়তি আয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক চলতি অর্থ বছর শেষে ১৫২৪ জন সুফলভোগীর মাঝে ৩.০৮ কোটি টাকা স্থিতি এবং এ পর্যন্ত ১৮৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিগত ৫ বছরে সুফলন ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

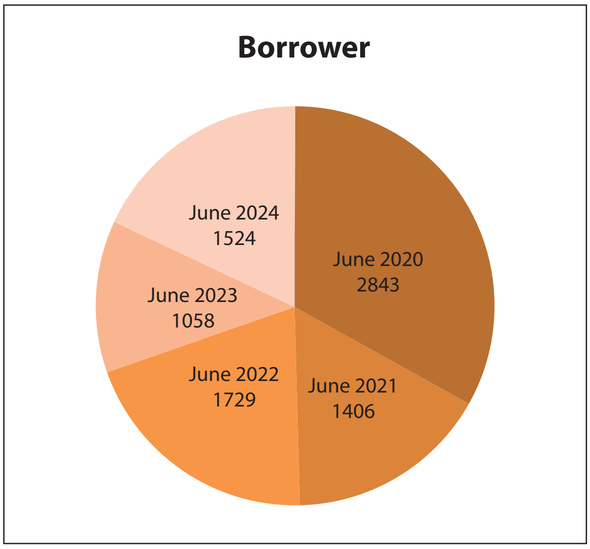

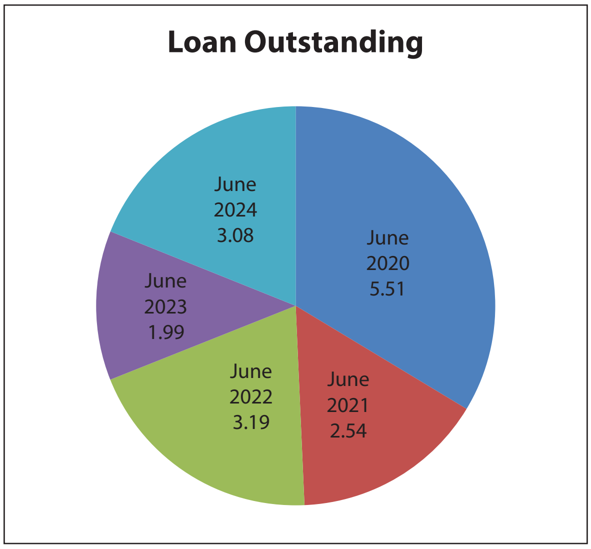

কেজিএফ সুফলন অর্থায়ন কার্যক্রম

কৃষির অগ্রগতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রহীতাদের মৌসুম ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রমের আওতায় এককালীন (৫ মাস পর) পরিশোধযোগ্য ৫-৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থায়ন করা হয়। তাছাড়া সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। চলতি বছরে ৬৬১ জন গ্রহীতার মাঝে ১.৬০ কোটি টাকা স্থিতি এবং এই পর্যন্ত এই খাতে ২৬ কোটি ০৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৫ বছরে কেজিএফ ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

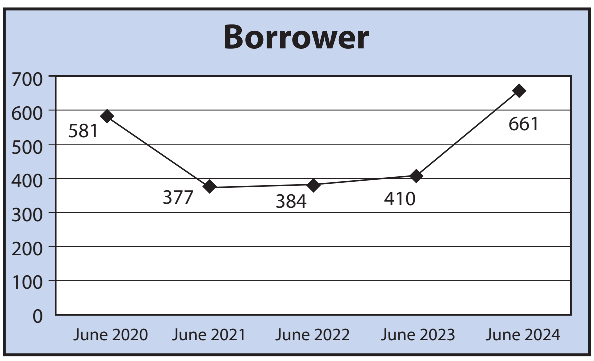

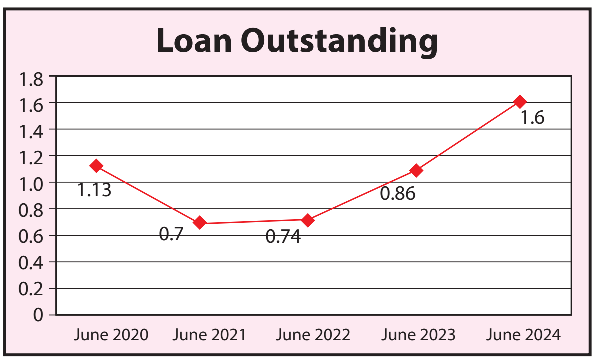

সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভূক্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমুলক বিনিয়োগ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রহীতাদের চাহিদা এবং সক্ষমতা বিবেচনা করে ১০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা হয়। চলতি অর্থবছর শেষে ১০০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে ৩.৭৩ কোটি টাকা স্থিতি রয়েছে। সংস্থা এই পর্যন্ত ২৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৫ বছরে সমৃদ্ধি কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

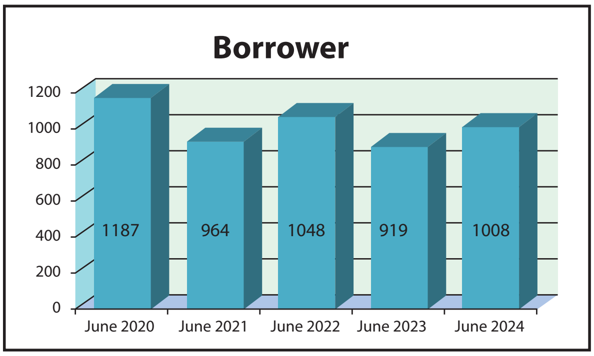

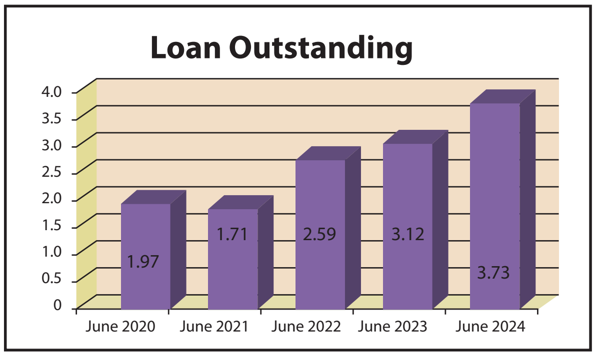

সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমুলক উন্নয়ন কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমুলক কাজে বিনিয়োগ করে যারা কিছুটা সচ্ছল জীবনযাপন করছে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এক বৎসর মেয়াদী মাসিক ও ষান্মাসিক ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৯৯ হাজার টাকা পর্যন্ত এই অর্থ প্রদান করা হয়। চলতি অর্থ বছর শেষে ৮৬৮ জন সুফলভোগীর মাঝে ৩.৫৫ কোটি টাকা স্থিতি এবং এই পর্যন্ত ২৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টি অর্থায়ন কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গ্রহীতাদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য অর্থায়ন করা হয়। গ্রহীতাদের আয়বৃদ্ধিমুলক ঋণের পাশাপাশি এই ধরনের বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। এক বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ প্রদান করা হয়। চলতি অর্থ বছর শেষে ৬৯ জন সুফলভোগীকে ০.১১ কোটি টাকা স্থিতি এবং এই পর্যন্ত ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন অর্থায়ন কার্যক্রম

কোভিড ১৯ এর মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্থদের বিশেষ করে যুবক ও বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদেরকে পুনর্বাসন এর লক্ষ্যে সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তিতে ৫-৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছর শেষে ৭১ জন গ্রহীতার মাঝে ০.০৭ কোটি টাকা স্থিতি এবং এই পর্যন্ত ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মাইক্রোএন্টার প্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)

কোভিড পরবর্তী সংস্থার দলীয় সদস্য যাদের ব্যবসা ও কর্মসংস্থান মুলক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষায়িত বিনিয়োগের আওতায় সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তিতে ১-১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছর শেষে এই খাতে ৫৭৩ জন সুফলভোগীর মাঝে ৭.৬৩ কোটি টাকা স্থিতি এবং এই পর্যন্ত ২৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

৫ বছরে এমডিপি অগ্রসর ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

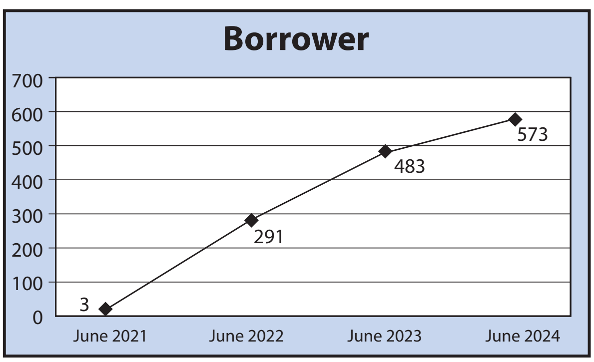

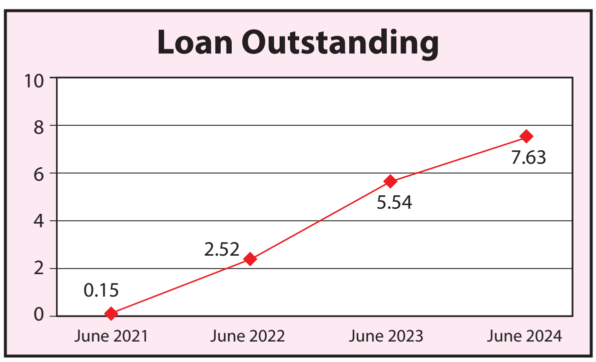

ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম (এএসএল)

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি খাতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছর শেষে এই খাতে ১৫১৮ জন সুফলভোগীর মাঝে ৪.১৪ কোটি টাকা স্থিতি এবং এই পর্যন্ত ৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৩ বছরের এএসএল ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

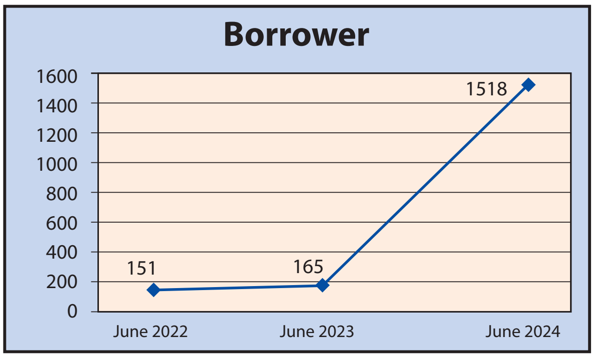

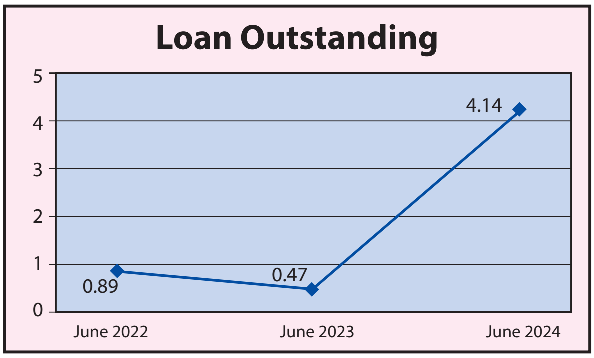

ব্যাংকের অর্থায়নে এসএমই ঋণ কার্যক্রম

ব্যাংকের অর্থায়নে এসএমই খাতে অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চলতি অর্থবছর শেষে এই খাতে ২৮৩ জন সুফলভোগীর মাঝে ১.৭৫ কোটি টাকা স্থিতি এবং এই পর্যন্ত ১৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৩ বছরে এসএমই ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

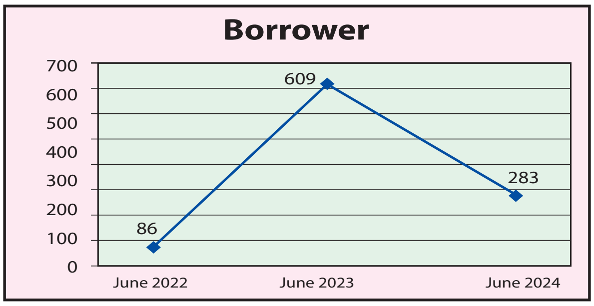

সদস্য নিরাপত্তা তহবিল

গ্রহীতাদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সংস্থা ২০০৮ সন হতে "সদস্য নিরাপত্তা তহবিল" বাস্তবায়ন করছে। গ্রহীতারা অর্থ গ্রহনের সময় ১% টাকা নিরাপত্তা তহবিলে জমা করে। গ্রহীতা বা তাঁর স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কারণে গ্রহীতার নিকট সমূদয় পাওনা অর্থ মওকুফ করা হয় এবং জমাকৃত সঞ্চয় নমিনিকে ফেরত দেয়া হয়। চলতি অর্থবছরে ৪৫৭ জনকে ১.৬০ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ৭.৭২ কোটি টাকা "সদস্য নিরাপত্তা তহবিল" হতে অর্থ মওকুপ করা হয়েছে।

সাহিদা বেগমের সফলতার গল্প

ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ও নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে ২টি কাপড় তৈরির মেশিন স্থাপন করে স্বামীর সহযোগীতায় ব্যবসা শুরু করে সাহিদা বেগম। ব্যবসা থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে ৪ জনের সংসার ভালই চলছিল তার। এরমধ্যে দেশে কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ায় ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় সাহিদা বেগমের। সংসারে অভাব দেখা দেয় ভাবতে থাকে কি করবে? এমন সময় প্রতিবেশীর কাছ থেকে সংস্থার সাপ্তাহিক, মাসিক ও কৃষি ঋণ সম্পর্কে জানতে পারে। সাহিদা তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে এডিআই কাদিরদী শাখায় জয়নগর ব্যাপারীপাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়। ২০২১ সালে সমিতির সদস্য হয়ে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে থাকে এবং ১ম দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাপড়ের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। ২য় দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগের পাশাপাশি কৃষিকাজ ও কবুতর পালন করে। ৩য় দফায় ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা বড় করার জন্য আরো ২টি মেশিন ক্রয় করে। বর্তমানে তার ব্যবসায় ব্যবহৃত পুঁজি পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা এবং তার স্বামী ০৩ জন কর্মচারী নিয়ে কারখানাটি পরিচালনা করছে। তার কারখানায় উৎপাদিত কাপড় সে মিরপুর বেনারসী পল্লীতে বিক্রি করে এছাড়া স্থানীয় বাজারের কাপড় ব্যবসায়ীরা বাসা থেকে কাপড় নিয়ে যায়। সাহিদা মাসে প্রায় ৪-৫ লক্ষ টাকার কাপড় বিক্রি করে। খরচ বাদে কাপড়ের ব্যবসা থেকে মাসিক আয় হয় ৫০-৬০ হাজার টাকা। এছাড়া বর্তমানে সাহিদার একটি পোলট্রি ফার্ম আছে। ৪০-৪৫ দিন পরপর প্রায় ২ হাজার মুরগী সে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে ৪০ হাজার টাকা আয় করে। অনেক কষ্টের পর সাহিদা ১০ শতক জমির উপর একটি পাকা বাড়ী নির্মাণ করেছে এবং তার ছেলে-মেয়েও পড়ালেখা করছে।

সাহিদা বেগম এডিআই এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন কোভিড-১৯ এর সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হত এবং আমি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারতাম না। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন বিপদে ভেঙ্গে না পড়ে সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে সফলতা একদিন আসবেই।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট কর্মসূচী

কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত জনগণের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, কৃষিজ ফলন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডিআই ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় কৃষি, মৎস এবং প্রাণিসম্পদ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে চাষী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচী গ্রহণের যৌক্তিকতা ঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সংস্থা তার কর্মএলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কর্মএলাকার অধিকাংশ জনগন কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এলাকায় কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর সম্প্রসারণ না ঘটার কারণে কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে অপর্যাপ্ত জ্ঞান, ভাল বীজের প্রাপ্যতার অভাব, জমিতে অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার ফলে পানির অপচয় তাছাড়া সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ, গবাদী পশু পালন এবং ধান ও সবজী উৎপাদন বহুলাংশে ব্যহত হচ্ছে। সংস্থা অনুধাবন করে যে, এলাকার জনগণকে কৃষি উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণে সহযোগীতা করা হলে এলাকার জনগণ তাদের অর্থ ও জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ঃ

কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনগণের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চত করা।

কর্মএলাকা ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সংস্থার কুমিল্লা জোনের আওতায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার ০৪টি শাখায় বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে অদ্যাবধি মাগুরা জোনের মাগুরা সদর উপজেলার মাগুরা সদর ১ ও ২ শাখা এবং আমুড়িয়া ও শালিখা উপজেলার আড়পাড়া এবং গংগারামপুর শাখায় এবং যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার নারিকেল বাড়িয়া শাখার আওতাধীন ১৯টি ইউনিয়নের ৭৬টি গ্রামে এই কর্মসূচীবাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা
মাগুরা	মাগুরা সদর শালিখা	মাগুরা ১, ২ এবং আমুড়িয়া আড়পাড়া ও গংগারামপুর	৮ ৪	৩৭ ১৩
যশোর	বাঘারপাড়া	নারিকেলবাড়িয়া	৭	২৬
মোট			১৯	৭৬

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ প্রদর্শনী

কর্মসূচী বাস্তবায়ন পদ্ধতি

সংস্থার সক্রিয় সদস্য যারা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী তাদেরকে প্রদর্শনী চাষী হিসাবে নির্বাচন, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, প্লট নির্বাচন, প্রদর্শনী বাস্তবায়নে আর্থিক এবং কারিগরী সহযোগীতার পাশাপাশি স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কৃষি পরামর্শ সভার আয়োজন এবং প্রদর্শনীর ফলাফল সম্প্রসারণের জন্য মাঠ দিবস উদযাপন।

চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ঃ

প্রদর্শনী বাস্তবায়নে চাষীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কৃষি খাতের আওতায় ৭৫ জনকে এবং এ পর্যন্ত ১২২৫ জনকে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মৎস্য খাতে কর্মএলাকার প্রকল্পভুক্ত চাষীদের আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের উপর বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে এ অর্থবছরে ১০০ জনকে এবং এ পর্যন্ত ৭৫০ জনকে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রাণী সম্পদ খাতের আওতায় অর্থ বছরে ১৭৫ জন এবং এ পর্যন্ত ১৫০০ জনকে গাভী পালন, বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন, মাচায় ব্রয়লার/লেয়ার এবং হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা ঃ

সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ফলপ্রসুভাবে কৃষি বিষয়ক কারিগরী সেবা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি ইউনিটের আওতায় ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং তারিখে এডিআই মাগুরার আঞ্চলিক কার্যালয়ে উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাবৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন এডিআই মাগুরা এর সহকারী পরিচলক এবং এডিআই আড়পাড়া ও মাগুরা শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সফল উদ্যোক্তা সম্মাননা ঃ

অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রদর্শনীর টেকসই ও সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে ০৬ জন (প্রতি খাতে ০২ জন করে) সফল উদ্যোক্তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং সম্মানী চেক তুলে দেয়া হয়।

চিত্র: সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সফল উদ্যোক্তাদের সম্মাননা অনুষ্ঠান

কৃষি ইউনিট

প্রদর্শনী বাস্তবায়ন ঃ চাষীদের আধুনিক ও নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞানবৃদ্ধি, উচ্চফলনশীল ও পরিবেশ উপযোগী জাত সম্প্রসারণের জন্য অর্থ বছরে ১০৮টি এবং এ পর্যন্ত ৯৭৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া চলতি অর্থবছরে অনুসরনীয় চাষী কর্তৃক ৮টি প্রদর্শনী ও কর্মএলাকায় ০৮টি ক্লাস্টার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রযুক্তির তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তি প্রদর্শনীর লক্ষ্যমাত্রা	নির্বাচিত চাষী কর্তৃক প্রযুক্তি প্রদর্শনীর সংখ্যা	অনুসরনীয় চাষী কর্তৃক প্রযুক্তি প্রদর্শনী সংখ্যা	ক্লাস্টার
১	পরিবেশ বান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে উচ্চমূল্যের ফসল চাষ	১৫	১৫	৩	১
২	নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাবক্লাস্টার	১৫	১৫	৩	২
৩	উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ধান চাষ	১৬	১৬		২
৪	উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ	১২	১২	২	
৫	মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি (বীজগ্রাম) ক্লাস্টার	১৫	১৫		১
৬	শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে উন্নত ফসল ধারা (Cropping Pattern) প্রচলন	১০	১০		১
৭	অনাবাদি জমিতে সবজি চাষ	২	২		
৮	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তঃ ফসল/সাথী ফসল	৪	৪		
৯	গ্রীষ্মকালীন তরমুজ (বেবী তরমুজ) চাষ	৬	৬	০	১
১০	উচ্চ মূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি	৬	৬	১	
১১	গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ	২	২	০	০
১২	বস্তায় আদা চাষ	২	২	০	০
১৩	নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	১	১	০	০
১৪	উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোকোডাস্ট মিডিয়া ব্যবহার করে মানসম্মত সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন ও বিপণন	১	০	০	০
১৫	উদ্যোক্তা পর্যায়ে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	২	১	০	০
	মোট	১০৯	১০৮	৮	৮

চিত্র: উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান-১০০ চাষ প্রদর্শনী

কৃষি ইউনিটের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রযুক্তির বিবরণ সহ তথ্য ঃ

আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও বিপণন করে কর্মএলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সংস্থা এ অর্থ বছরে ১৫টি প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেছে যা নিম্নরূপ -

১. পরিবেশবান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে উচ্চমূল্যের ফসল চাষ ঃ

চলতি অর্থ বছরে মালচিং পেপার ব্যবহার করে ১৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষীরা প্রায় ২.৯৫ একর জমিতে তরমুজ, টমেটো, লাউ, করলা, মরিচ ও শসা ইত্যাদি সবজী চাষ করে ৭৫০ মণের বেশি ফলন পেয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম সুফল হচ্ছে একই মালচিং পেপার ব্যবহার করে তিনবার ফসল উৎপাদন করা যায়। চলতি বছরে চাষীরা ৩,৯৭,০৮০/- টাকা খরচ করে উৎপাদিত ফসল ৯,৩৪,৯৫০/- টাকায় বিক্রি করে ৫ লাখ টাকার উপরে লাভ করেছে।

চিত্র: মালচিং পেপার ব্যবহার করে লাউ চাষ প্রদর্শনী

২. নিরাপদ সবজী উৎপাদন হাব-ক্লাস্টার ঃ

রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার, ফেরোমন ট্রাপ ও হলুদ ফাঁদ ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করে ১৫টি প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষীরা ৪.১৫ একর জমিতে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৭৮৮ মন সবজী উৎপাদন করেছে। কীটনাশকের খরচ অর্ধেক হওয়ায় উৎপাদন খরচ কম হয়েছে ফলে চাষীরা বেশী লাভবান হয়েছে। সংস্থা হতে চাষীদের ২ দিনের প্রশিক্ষণসহ মানসম্পন্ন বীজ ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বসত বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজী চাষের জন্য ৫০ জন চাষীকে ৫ কেজি সবজীর বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মএলাকার ৩ জন কৃষক উক্ত প্রযুক্তি অনুসরণ করে সবজী উৎপাদনে হাব-ক্লাস্টার ব্যবহার করে লাভবান হয়েছে।

৩. উচ্চ ফলনশীল নতুন ধানচাষ ঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে আধুনিক টেকসই ও জলবায়ু উপযোগী উচ্চ ফলনশীল নতুন ধানচাষ প্রযুক্তিটি ১৬টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংস্থা হতে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত (যেমন- ব্রি ধান -৮৯ ও ব্রি ধান-১০০) এর বীজ প্রদর্শনী চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। নারিকেলবাড়িয়া শাখার দশপাখিয়া, দড়িজাফরপুর ও লক্ষীপুর গ্রামে ৮ একর জমিতে চাষ করে ৫৪৬ মণ ফলন পাওয়া গেছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। লাভ বেশী হওয়ায় এলাকার চাষীদের মধ্যে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪. উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসল জাত প্রচলন ঃ

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিটি ১২টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষীরা ৪.৫ একর জমিতে সরিষা (বারি সরিষা-১৪ ও বারি সরিষা-১৮), ভুট্রা, বারি কালোজিরা-১, গাজর ও শসা চাষ করে ১৯৪ মন ফসল উৎপাদন করেছে। সংস্থা হতে চাষীদের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: উচ্চ ফলনশীল ফুলকপি ও শালগম চাষ

৫. মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি (বীজ গ্রাম) ক্লাস্টার ঃ

কৃষকেরা যেন তাদের নিজের বাড়ীতে বীজ ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেজন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাগুরা সদর উপজেলার বাটিকাবাড়ী গ্রামের ১৫টি কৃষক পরিবারের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কৃষকরা প্রায় ৭.৫০ একর জমিতে ব্রি ধান-১০০ চাষ করে ৫৫১ মণ ধান পেয়েছে যা বিক্রি করে নীট লাভ করেছে ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। প্রযুক্তি অনুসরণ করে চাষীরা যথাযথ ভাবে ধান সংরক্ষণ করছে যাতে পরবর্তী বছর নিজেদের জমিতে ব্যবহার করতে পারে এবং চাহিদা অনুযায়ী বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারে।

৬. শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে উন্নত ফসল ধারা (Cropping Pattern) প্রচলন ঃ

জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একই জমিতে বহুমুখী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে মাগুরা সদর উপজেলার মঘী গ্রামের ১০ জন চাষী প্রায় ৪ একর জমিতে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করছে। জমিতে সরিষা ১৪- বোরো ধান- আমন ধান ক্রপিং প্যাটার্নটি বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থা হতে তাদের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রদর্শনী থেকে চাষীরা ৪০ মণ সরিষা ও এক মৌসুমে ২৫০ মণ বরো ধান পেয়েছে যার বাজারমূল্য ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। প্রযুক্তিটির ফলাফল দেখে এলাকার প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

৭. **অনাবাদি জমিতে সবজি চাষ ঃ**

বাড়ীর আঙ্গিনা ও আশেপাশের পরিত্যাক্ত জায়গায় সারা বছর পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি ও ফলমূল উৎপাদন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাঘারপাড়া উপজেলার বলরামপুর গ্রামে ২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কৃষকরা উক্ত প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করতে ৩ স্তর বিশিষ্ট মাচায় সবজী চাষ করছে। এ পর্যন্ত অনুসরনীয় চাষীসহ মোট ২৬৮ জন চাষী তাদের বসত বাড়ীর ৩৬৯ শতাংশ অনাবাদি জমিতে প্রযুক্তিটি চলমান রেখেছে।

৮. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তঃফসল/সাথী ফসল ঃ**

মাটির উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে ফলন বৃদ্ধির জন্য একই জমিতে দুই বা তার অধিক ফসল আবাদ করার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমুড়িয়া অঞ্চলে ৪টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকরা ২.৬ একর জমি থেকে ৩০ টন আখ উৎপাদন করেছে যার বাজার মূল্য ৫ লক্ষ টাকার বেশী এছাড়া ১.৯ টন মুলা ও পালংশাক বিক্রি করে ৫০ হাজার টাকা বাড়তি আয় করেছে।

৯. **গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ ঃ**

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১.৬৫ একর জমিতে কালো জেব্রাকিং, ব্লাক সাইন ও মাস কিউলার জাতের ৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করে মোট ১৯.২৮ টন তরমুজ থেকে কৃষকরা প্রায় ২ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। এই তরমজ সুস্বাদু হওয়ায় স্থানীয় বাজারে চাহিদা বেশি ফলে কৃষকদের বেশী লাভ হয়েছে। সংস্থা হতে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। প্রদর্শনী দেখে এলাকার চাষীদের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

১০. **উচ্চ মূল্যের ড্রাগন ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ**

উচ্চ মূল্যের ফল উৎপাদনের মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে ফলের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ১৪০ শতক জমিতে ০৪টি পেয়ারার বাগান (গোল্ডেন-৮), ৩০ শতক জমিতে একটি ড্রাগন বাগান (রেড ভেলভেট) ও ৫৫ শতক জমিতে একটি লিচু বাগানের (মোজাফফর, চায়না-৩) প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংস্থা হতে কৃষকদের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা ছাড়াও সার্বক্ষনিক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

১১. **গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ ঃ**

গ্রীষ্মকালে টমেটো বিক্রি করে যাতে চাষীরা দিগুন আয় করতে পারে সে কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তালখাড়ি ও হরিশপুর গ্রামে ২০ শতক জমিতে বারি-৮ জাতের ২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও চাষীদের টমেটোর চারা, মালচিং পেপারসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. **বস্তায় আদা চাষ ঃ**

পরিত্যক্ত স্যাঁতসেতে জায়গা, পুকুরের পাড়, লবনাক্ত এলাকা, বাড়ির ছাদ এসব জায়গায় অতিসহজেই বস্তায় আদা চাষ করে বাড়তি আয় করার লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চুকিনগর ও গংগারামপুর গ্রামে ২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষীরা ২০০ বস্তায় আদা চাষ করে ২৩০ কেজি আদা পেয়েছে। অত্র এলাকায় এবারই প্রথম এই পদ্ধতিতে আদা চাষ করা হয়েছে। এলাকাবাসী (বিশেষ করে মহিলা) এই পদ্ধতিতে আদা চাষ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

চিত্র: পরিত্যক্ত জায়গায় বস্তায় আদা চাষ প্রদর্শনী

১৩. নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ঃ

কৃষকদের উৎপাদিত নিরাপদ সবজি ভোক্তা পর্যায়ে পৌছানোর জন্য নারিকেলবাড়িয়া বাজারে চলতি অর্থবছরে ০১টি নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়ছে। বিক্রেতাকে সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও নিরাপদ সবজি সংগ্রহের জন্য কৃষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।

১৪. উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোকো ডাস্ট মিডিয়া ব্যবহার করে মানসম্মত সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন এবং বিপণন ঃ

গুণগত মানসম্পন্ন সবজির চারা সহজপ্রাপ্য করার মাধ্যমে সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মাগুরা সদর উপজেলার সাতদোহা পাড়া গ্রামে উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোকোডাস্ট মিডিয়া ব্যবহার করে মানসম্মত সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন এবং বিপণন প্রদর্শনীটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সদস্য তার ৫ শতক জমিতে মরিচ, বেগুন, টমেটো, লাউ, ঝিঙা, চিচিঙা, করলা, পেঁপে সহ বিভিন্ন সবজি ও ফলের পঞ্চাশ হাজার চারা বিক্রি করে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় করেছে। সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও সদস্যকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

১৫. উদ্যোক্তা পর্যায়ে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ঃ

কৃষক পর্যায়ে ট্রাইকো-কম্পোস্ট সারের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আমুড়িয়া অঞ্চলের বাটিকাবাড়ী গ্রামে ৮ চেম্বার বিশিষ্ট একটি ট্রাইকো-কম্পোস্ট হাউজ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষক ৫৫-৬০ দিনে প্রায় ১.২৫ টন সার উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫০০০ টাকা। সংস্থা হতে তাকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১৬. মাঠ দিবস উদযাপন ঃ

সংস্থার সহযোগীতায় মাঠ পর্যায়ে চাষী কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রযুক্তির সফলতা ও কর্মএলাকায় অন্যান্য কৃষকদের উক্ত প্রযুক্তি গ্রহনে উদ্ভুদ্ধ করণের লক্ষ্যে ২টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। মাঠ দিবসে চলমান বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং সফল চাষীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, চাষের সমস্যা এবং সম্ভাবনা ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাঠ দিবস আয়োজনের প্রভাব হিসাবেই ১৪০ জন কৃষক আগামী বছরে বিভিন্ন প্রযুক্তি বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

চিত্র: ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে মাগুরার তরুণ উদ্যোক্তা

আমেনা বেগমের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

এডিআই আমুড়িয়া শাখার চুকিনগর মহিলা সমিতির সদস্য আমেনা বেগম। তার স্বামী আলী হোসেন দীর্ঘ দিন বিদেশে ছিলেন। বিদেশ থেকে যে টাকা পাঠাতেন তাই দিয়ে মা ও ছেলের সংসার ভাল ভাবেই চলে যেত, এটাই ছিল তাদের একমাত্র আয়ের উৎস। কিন্তু বিপত্তি ঘটে যখন আলী হোসেন দেশে ফিরে আসেন। আমেনা সংস্থা থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়ে স্বামীকে দেন কৃষিকাজ করার জন্য। আলী হোসেন এক একর জমিতে বিভিন্ন সবজি আবাদ শুরু করেন। কিন্তু আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা না থাকায় সবজি চাষ করে লাভ করতে পারেন নাই। আমেনা সমিতির মাধ্যমে সংস্থার কৃষি ইউনিটের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে এবং তার স্বামীকে কৃষি ইউনিটের কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। আলী হোসেন সংস্থার কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার সাথে কথা বলে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষে আগ্রহী হন। প্রথমে ২০ শতক জমিতে তিনি বাহুবলী ও সুলতান জাতের টমেটো চাষ করেন। সংস্থা থেকে তাকে মালচিং পেপারসহ বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়। উক্ত অঞ্চলে মালচিং পদ্ধতিতে টমেটো চাষ তিনিই প্রথম শুরু করেন। প্রচন্ড শীতের কারণে আাশেপাশের জমির ফসল যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল অথচ মালচিং পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায় তার ফসলের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। ২০ শতক জমিতে ৪০ হাজার টাকা খরচ করে তিনি ১৬০ মণ টমেটো পেয়েছেন যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। যেখানে সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে বিঘা প্রতি সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকার টমেটো বিক্রয় করা যায় সেখানে মালচিং পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা লাভ করেছেন। ফলসরুপ তিনি আরও অধিক জমিতে টমেটে চাষ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন। মালচিং পদ্ধতি অসুসরণ করে কৃষিকাজ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে তিনি স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে অনেক সুখে আছেন। আধুনিক কৃষির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

চিত্র: মালচিং পদ্ধতিতে সুলতান ও বাহুবলী জাতের টমেটো চাষ

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র

সংস্থার কর্মএলাকায় "কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র" স্থাপনের ফলে কৃষি প্রযুক্তির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কৃষকদের আলোচনা এবং পরামর্শ সেবা গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ২টি কৃষি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয় যেখানে ১০৫ জন উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। সংস্থা হতে এ পর্যন্ত ৬৩টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৬০০ জন চাষীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা ঃ

সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ফলপ্রসুভাবে কৃষি বিষয়ক কারিগরী সেবা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি ইউনিটের আওতায় ১০/০৯/২০২৩ ইং তারিখে এডিআই মাগুরার আঞ্চলিক কার্যালয়ে উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাবৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন এডিআই মাগুরা এর সহকারী পরিচলক এবং এডিআই আড়পাড়া ও মাগুরা শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উৎযাপন ঃ

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারী মাসে ০৪ তারিখে মাগুরা সদরের পারনান্দুয়ালী গ্রামে সরকারী কর্মকর্তা ও সংস্থার কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিরাপদ খাদ্য দিবস উৎযাপন করা হয়।

চিত্র: জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

চিত্র: মাঠ পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক কারিগরি সেবা নিশ্চিতে কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন

মৎস্য ইউনিট

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চাষীদের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে মাছের উৎপাদন আশানুরুপ হচ্ছে না। প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এলাকার ডোবা/পরিত্যাক্ত পুকুর মাছ চাষের আওতায় এনে চাষীদের মাছ চাষে জ্ঞান, দক্ষতা, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা সম্ভব। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই লক্ষ্যে এডিআই এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট ভূক্ত মৎস্য খাত বিভিন্ন রকম আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে।

কর্মএলাকা ঃ ২০১৪ সাল থেকে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা ও দেবিদ্বার উপজেলার ১৯টি ইউনিয়নের ৯১টি গ্রামে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে মাগুরা জেলার সদর উপজেলার মাগুরা সদর ১, সদর-২ ও আমুড়িয়া শাখা এবং শালিখা উপজেলার আড়পাড়া শাখা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে শালিখা উপজেলার গঙ্গারামপুর ও যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়ীয়া শাখার মাধ্যমে মোট ৬টি শাখায় উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মাগুরা ও যশোর জেলার মোট ৬টি শাখার আওতায় ৩৮ ইউনিয়নের ১৯৭টি গ্রামে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্যখাতের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রযুক্তির তথ্য ঃ

প্রযুক্তির নাম	চলতি অর্থবছরে লক্ষমাত্রা	৩০ জুন/'২৪ পর্যন্ত প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন	আয়তন (শতাংশ)	মাছের উৎপাদন (কেজি)	সবজির উৎপাদন (কেজি)
জি-৩ রুই মাছ চাষ	১০	১০	৮৫০	৭১৪৩	২৫৬০
উন্নত চাইনিজ কার্প মাছ চাষ সম্প্রসারণ	৫	৫	২০০	৬৪৮০	৯০০
উত্তম ব্যবস্থাপনায় গলদা চিংড়ি চাষ	৫	৫	১৪৫	২২২৭	৪৭৬
আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী প্রজাতির শিং-কার্প মিশ্র চাষ	১০	১০	২৪২	২০০৭	২৬৬
আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী প্রজাতির পাবদা-কার্প মাছের মিশ্র চাষ	৫	৫	৩০০	১১০০	৩৩৮
আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প ফ্যাটেনিং	১০	১০	২২২৫	৩৫০০০	১৩১২
উচ্চ মূল্যের চিতল-কার্প মিশ্র চাষ	৫	৫	২২০	৬০০	৩৬০
উত্তম ব্যবস্থাপনায় আফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ চাষ	৫	৫	৭৪০	৭৯০০	৪০৭
হাজামজা ও পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার পূর্বক মাছ চাষ	৫	৫	৮২	৪৫০	৯৪
প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর মাছ চাষ	২	২	২৩০	২৭৫৫	৬৭
অণুপুষ্টি সম্পন্ন দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ (এসআইএস) চাষ	৫	৫	৮৫	৭৬৫	২৮৮
পুষ্টি সংবেদনশীল মলা মাছের ব্রুড ব্যাংক	৫	৫	১০০	৪৮	-
বাহারি মাছ চাষে উদ্যোক্তা তৈরি	১	১	-	৩৬০০	-
উত্তম ব্যবস্থাপনায় সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত মাছ বিক্রয় কেন্দ্র	১	১	-	-	-
ভ্যালু এ্যাডেড (রেডি-টু-কুক/রেডি-টু-ইট) মৎস্যপণ্য তৈরি ও বিপণন	২	২	-	-	-
স্বল্প মূল্যে ফিশ ফিড তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি	১	১	-	-	-
মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি	১০	১০	-	৮৩০৫	-
অক্সিজেনেটেড ভ্যানে মাছের পোনা পরিবহণ	১	১	-	-	-
মাছের আঁইশ প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা তৈরি	১	১	-	-	-
মোট	৮৯	৮৯	৫৪১৯	৬৬৪৭৫	৭০৬৮

১. **জি-৩ রুই মাছ চাষ ঃ**

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্মএলাকার ১০ জন চাষীর মাধ্যমে এই নতুন প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষীরা তাদের মোট ৮৫০ শতাংশ পুকুরে ৭১৪৩ কেজি জি-৩ রুই মাছ উৎপাদন করেছে যার বাজারমূল্য ২১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। এছাড়া পুকুর পাড়ে বিভিন্ন জাতের মৌসুমী সবজি চাষ করে আয় করেছে ৭৬ হাজার টাকা। প্রযুক্তিটি লাভজনক হওয়ায় এ পর্যন্ত ৯ জন অনুসরনীয় চাষী তাদের পুকুরে জি ৩ রুই মাছের চাষ করছে।

২. **উন্নত চাইনিজ কার্প মাছ চাষ সম্প্রসারণ ঃ**

সংস্থা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৫টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে উক্ত প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করেছে। চাষীরা ২০০ শতক জমিতে ১২.৫ কেজি চাইনিজ কার্প মাছের পোনা চাষ করে দুই ব্যাচে ৬৪৮০ কেজি মাছ উৎপাদন করেছে যার বাজার মূল্য ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। এছাড়া পুকুর পাড়ে পেঁপে ও সবজী চাষ করে ২৭ হাজার টাকা আয় করেছে।

৩. **উত্তম বন্থাপনায় গলদা চিংড়ি চাষ ঃ**

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ০৫টি এবং এই পর্যন্ত ৮৮টি পুকুরে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনী থেকে উৎপাদিত মাছ ও সবজী বিক্রি করে চাষীরা এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা আয় করেছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৪ জন চাষী এই প্রযুক্তি অনুসরণ করে মিশ্রচাষ করছে।

৪. **আধা নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী প্রজাতির শিং-কার্প মিশ্রচাষ ঃ**

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১০টি এবং এ পর্যন্ত ১৫৫টি পুকুরে উক্ত প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চলতি বছরে ১০ জন চাষী প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাভ হয়েছে ৪.৫ লক্ষ টাকা। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের ২০ হাজার পিচ শিং মাছের পোনা ও পুকুর পাড়ে সবজী চাষের জন্য পেঁপের চারা ও সবজি বীজ প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ৪২ জন অনুসরনচাষী এই প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করছে।

চিত্র: প্রদর্শনী পুকুর থেকে দেশীয় প্রজাতির শিং মাছ আহরণ

৫. **আধা নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী প্রজাতির পাবদা-কার্প মাছের মিশ্রচাষ ঃ**

পাবদা মাছ সুস্বাদু এবং কার্প জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ খুব লাভজনক সে কারণে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এই প্রযুক্তিটি ৫ জন চাষী ৩০০ শতাংশ পুকুরে বাস্তবায়ন করে ১১০০ কেজি পাবদা মাছ উৎপাদন করেছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। সংস্থা হতে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী সহযোগীতাসহ ০৫ জন চাষীর মাঝে ১৭৫০০ পিচ পাবদা মাছের পোনা ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। পুকুর পাড়ে সবজী চাষ করে চাষীরা ১০ হাজার টাকা আয় করেছে।

৬. আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প ফ্যাটেনিং ঃ

মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য চলতি অর্থবছরে **১০** জন চাষী উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩৫০০০ কেজি মাছ পেয়েছে যার বাজার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে। সংস্থা হতে এ পর্যন্ত ৬৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া পুকুর পাড়ে সবজি চাষ করে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আয় করেছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মএলাকার ২৫ জন চাষী এই প্রযুক্তি অনুসরণ করে মাছ চাষ করছে।

চিত্র: কার্পজাতীয় মাছের মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী

৭. উচ্চ মূল্যের চিতল-কার্প মাছের মিশ্র চাষ ঃ

অত্যন্ত সুস্বাদু এই মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫ জন চাষী ২২০ শতক জলাশয়ে চিতল, কার্প ও তেলাপিয়া মাছের চাষ করেছে। এই পর্যন্ত মোট ৪৫টি পুকুরে উক্ত প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য সংস্থা হতে ৫ জন চাষীকে ৪৭৫ পিচ চিতল মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে। চাষীরা প্রতিটি প্রায় ৭০০-৮৫০ গ্রাম ওজনের ৬০০ কেজি চিতল মাছ বিক্রি করে **২** লক্ষ টাকা আয় করেছে। এছাড়া পুকুর পাড়ে সবজী চাষ করে প্রায় **১১** হাজার টাকা আয় করেছে। এ পর্যন্ত **১৮** জন অনুসরনীয় চাষী এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষ করছে।

চিত্র: উচ্চমূল্য ও অত্যন্ত সুস্বাদু চিতল মাছ চাষ প্রদর্শনী

৮. উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ঃ

বহুল জনপ্রিয় পাঙ্গাস মাছে অফ-ফ্লেভার দূর করার জন্য নতুন এই প্রযুক্তিটি কর্মএলাকার আড়পাড়া ও নারিকেলবাড়ীয়া শাখায় ৫ জন সদস্যের মাধ্যমে ৭৪০শতাংশ পুকুরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ৫ জন চাষীর মাঝে ৫০০০ পিচ পাঙ্গাস ও ২৫০০ পিচ তেলাপিয়া মাছের পোনা ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রথম ব্যাচে চাষীরা পুকুর থেকে ৭৯০০ কেজি পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ বিক্রি করে ১৫ লক্ষ টাকা লাভ করেছে। পুকুর পাড়ে সবজি চাষ করে প্রায় ১২ হাজার টাকা আয় করেছে। এ পর্যন্ত ৩৫ জন চাষী এই পযুক্তি অনুসরণ করে মিশ্রচাষ করছে।

চিত্র: পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মিশ্রচাষ প্রদর্শনী থেকে অফ-ফ্লেভারমুক্ত পাঙ্গাস মাছ আহরণ

৯. হাজামজা ও পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার পূর্বক মাছ চাষ ঃ

পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য বসত বাড়ির আশে পাশে হাজামজা ও পরিত্যক্ত পুকুর চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৫টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সদস্যরা তাদের ৮২ শতাংশ পুকুরে তেলাপিয়া, শিং ও কার্প মাছ উৎপাদন করে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আয় করেছে। এছাড়াও পুকুর পাড়ে বিভিন্ন প্রকার সবজি ও পেঁপে চাষ করে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আয় করেছে। প্রযুক্তিটির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিমধ্যে কর্মএলাকার অনেক চাষী তাদের হাজামজা ও পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার করে চাষের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১০. প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর মাছ চাষ ঃ

পুকুরে প্রাকৃতিক ভাবে খাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২ জন সদস্যর মাধ্যমে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য সংস্থা হতে চাষীদের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তাসহ কার্প মাছের পোনা এবং পুকুর পাড়ে সবজি উৎপাদনের জন্য পেঁপের চারা ও সবজি বীজ প্রদান করা হয়েছে। চাষীরা পুকুর থেকে ২৭৫৫ কেজি মাছ পেয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। সবজী বিক্রি করে তারা ২ হাজার টাকা আয় করেছে।

১১. অনুপুষ্টি সম্পন্ন দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ (এসইএস) চাষ ঃ

দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫ জন চাষীর মাধ্যমে অনুপুষ্টি সম্পন্ন দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। সংস্থা হতে প্রদর্শনী বাস্তবায়নে জন্য তারা বাইম, খলিশা ও রয়না ও শিং মাছের পোণা ও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ পুকুর পাড়ে সবজি চাষের জন্য সবজি বীজ প্রদান করা হয়েছে।

১২. পুষ্টি সংবেদনশীল মলা মাছের ব্রুড ব্যাংক ঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে মলা মাছের ব্রুড সংগ্রহ করে ৫ জন চাষীর মাধ্যমে তাদের ১০০ শতাংশ পুকুরে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষীরা মলা মাছের ব্রুড থেকে ৪৮ কেজি মলা মাছ পেয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

১৩. বাহারি মাছ চাষে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে একজন চাষী প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করে ৩৬০০ পিচ বাহারি মাছ উৎপাদন করেছে। প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের ৮ প্রজাতির বাহারি মাছ ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। বাহারি মাছ বিক্রি করে চাষী এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা আয় করেছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্ভুদ্ধ হয়ে এলাকার আরো ৫ জন চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়েছে।

১৪. উত্তম ব্যবস্থাপনায় সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত মাছ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

সংস্থা হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নারকেলবাড়ীয়া বাজারে উত্তম ব্যবস্থাপনায় সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত মাছ বিক্রয় করার জন্য কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকে ক্রেতার চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সুলভ মূল্যে বিভিন্ন প্রজাতির জীবন্ত, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ ক্রয় করে থাকে।

চিত্র: সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রজাতির জীবন্ত ও হিমায়িত মাছ বিক্রয় কেন্দ্র

১৫. ভ্যালু এ্যাডেড রেডি-টু-কুক মৎস্যজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন ঃ

দেশীয় ছোট জাতের মাছ খাওয়ার মাধ্যমে দেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করার জন্য রান্নার উপযুক্ত করে মাছ বিক্রির উদ্দেশ্যে সংস্থা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাগুরা সদর-২ শাখার সদস্য লিজা বেগমের মাধ্যমে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করেছে। বিপণন কেন্দ্রে যে কোন প্রজাতির দেশীয় ছোট মাছ কেটে বেছে হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বিক্রয় করা হয়। প্রযুক্তিটি নতুন হওয়ায় কর্মএলাকায় জনগণের মাঝে ব্যপক সাড়া পড়েছে। বাজারের পার্শ্ববর্তী দোকানীরা প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

রেডি-টু-ইট মৎস্যজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন ঃ পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ দিয়ে বিভিন্ন সুস্বাদু প্রোডাক্ট তৈরির উদ্দেশ্যে সংস্থা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সদস্য ইয়াকুব আলীর মাধ্যমে আড়পাড়া বাজারে প্রদর্শনীটি বাস্তবায়ন করেছে। তিনি দোকানে ফিস রোল, ফিস ফিঙ্গার, ফিস বল, ফিস সিঙ্গাড়া, ফিস পুরি ও ফিস ফিলে ইত্যাদি পণ্য বিক্রি করছে। সংস্থা হতে প্রদর্শনী বাস্তবায়নে বিভিন্ন পরামর্শসহ বিভিন্ন মসলা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রযুক্তিটি নতুন হওয়ায় কর্মএলাকার জনগণের মধ্যে ব্যপক সাড়া পড়েছে। পার্শ্ববর্তী দোকানদার প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

১৬. স্বল্প মূল্যে ফিশ ফিড তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ

বাজার থেকে সম্পুরক খাদ্য ক্রয় থেকে বিরত থাকার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে স্বল্পমূল্যে মাছের ফিড তৈরি করার প্রযুক্তিটি মাগুরা সদর উপজেলার সৈয়দ রুপাটি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চাষী স্থানীয় বাজার থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার তৈরি করে প্রতি কেজি ৪৩-৪৫ টাকা দরে স্থানীয় মাছ চাষীদের কাছে বিক্রি করছেন। চাষীকে প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংস্থা হতে মেশিন ক্রয়ের জন্য অর্থ ও খাবার তৈরির কৌশল শেখানো হয়েছে।

১৭. মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ

মানসম্মত পোনা উৎপাদন এবং বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০ জন চাষী ৪৮৫ শতাংশ পুকুরে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করে ৮৩০৫ কেজি পোনা উৎপাদন করছে। পোনা বিক্রি করে চাষীদের নীট লাভ হয়েছে ১৪.৯৪ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত মোট ৬৮টি পুকুরে উক্ত প্রযুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

মাছের পোনা চাষ করে স্বাবলম্বী আবুল কাশেম

সৈয়দ রুপাটি গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে আবুল কাশেমের স্বপ্ন ছিল ব্যবসায়ী হবে। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ায় ছোট বেলা থেকেই বাবার সাথে কৃষিকাজ করে। বাবার মৃত্যুর পর পৈত্রিকসূত্রে ১০ শতাংশ ভিটে বাড়ী, বাজারে একটি দোকান ও ৫০ শতাংশ কৃষিজমি পায়। স্ত্রী ও ২ সন্তান নিয়ে সংসার যখন আর চলছিল না তখন সে বাজারের দোকান বিক্রি করে দেয়। বাড়তি আয়ের আশায় স্থানীয় পাতিলওয়ালার কাছ থেকে বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা কিনে বসতবাড়ীর পাশের ছোট দুটি ডোবাতে মাছ চাষ করা শুরু করে। কিন্তু মাছ চাষে পদ্ধতিগত জ্ঞান না থাকায় তেমন সফল হতে পারছিল না। এমন সময় সৈয়দ রুপাটি গ্রামে সংস্থা কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে উপস্থিত হয়ে সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। পরবর্তীতে মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে মাছের পোনা চাষের উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ নেয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রথমে ডোবা ২টি কে সংস্কার করে সংস্থার সহায়তায় পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ে এবং ভাল ফলও পায়। এরপর তিনি মৎস্য কর্মকর্তার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্ত্রী শিল্পী বেগমকে সৈয়দ রুপাটি মহিলা সমিতির সদস্য করে। পুকুরে মাছ চাষের জন্য ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ১০০ শতকের একটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করে। মাছ চাষের প্রতি আগ্রহী এবং পরিশ্রমী হওয়ায় সংস্থা হতে সার্বক্ষণিক তাকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। আবুল কাশেম মাছের পোনা চাষ করে ৫-৬ মাসে আয় করে প্রায় ৪.৪ লক্ষ টাকা। বর্তমানে তিনি একজন সফল মাছ চাষী। এলাকার অনেকেই তার কাছ থেকে মাছ চাষের বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসে। সঠিক জ্ঞান ও সহায়তা পেলে একজন সাধারন চাষীও যে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে আবুল কাশেম তার জলন্ত উদাহরণ। তার এই সাফাল্য এবং স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চিত্র: আবুল কাশেমের পোনা চাষ প্রদর্শনীতে তেলাপিয়া মাছের পোনা আহরণ

১৮. অক্সিজেনেটেড ভ্যানে মাছের পোনা পরিবহণ ঃ

পোনার মৃত্যুর হার কমানো এবং পোনা পরিবহণের সুবিধার জন্য চলতি বছরে মাগুরা সদর উপজেলার লস্করপুর গ্রামে উক্ত প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার মৎস্য চাষীদের পোনা পরিবহণজনিত মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হয়েছে। চলমান অর্থবছরে উক্ত ভ্যান থেকে প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার মাছের পোনা পরিবহণ করা হয়েছে।

১৯. মাছের আঁইশ প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ

চিত্র: মাছের আঁইশ প্রক্রিয়াকরণের (শুকানো) স্থিরচিত্র

মাছের আঁইশ প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে একজন সদস্য দ্বারা এই নতুন প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সদস্য একজন মাছ বিক্রেতা তিনি বাজারের অন্যান্য মাছ বিক্রেতার কাছ থেকে আঁইশ ক্রয় করে প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করে। সদস্য মাছ বিক্রির পাশাপাশি মাছের আঁইশ বিক্রি করে ২৫-৩০ হাজার টাকা আয় করছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মএলাকার ৯ জন চাষী মাছের আঁইশ প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ শুরু করেছে।

বাজার সংযোগ কর্মশালা ঃ

মাছ চাষীদের উৎপাদিত মাছ বিক্রির জন্য খামারী, ডিলার, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় শালিখা এর কর্মকর্তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয়ে ০১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, পাইকার, আড়তদার, সরকারী কর্মকর্তা ও সংস্থার প্রতিনিধিসহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মাঠ দিবস উদযাপন ঃ

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সফল প্রযুক্তি ও চাষাবাদ কৌশলের অনুশীলন এবং চাষী পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য এক একটি মাঠ দিবসে প্রায় ৭৬ জনের উপস্থিতিতে মোট ০৫টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। সেখানে সফল চাষীরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে। ফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মএলাকার প্রায় ৪৭ জন চাষী বিভিন্ন প্রযুক্তি গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

মৎস্য সেবা পরামর্শ সভা ঃ

কর্মএলাকার মৎস্য চাষীদের মাছ চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা, কারণ ও সমাধানের জন্য মোট ৪টি মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি সভায় ৬০ জন করে মোট ২৪০ জন চাষী উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উদযাপন ও পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচি ঃ

সংস্থা প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও শালিখা উপজেলায় সরকারি মৎস্য দফতরের সাথে সমন্বয় করে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উদযাপন ও পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত অনুষ্ঠান উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা, পথ সভা ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়েছে। র‍্যালি শেষে ফটকি নদীতে কার্পসহ, শিং, মাগুর, ট্যাংরা ও দেশীয় প্রজাতির মোট ৪ হাজার টাকার মাছ অবমুক্তকরণ করা হয়।

প্রাণিসম্পদ ইউনিট

বর্তমান সরকারের ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার হলো প্রাণিসম্পদ সেকারণে এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলছে। দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান প্রাণিজ আমিষসহ অন্যান্য পুষ্টির চাহিদা পূরণে কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদের ভুমিকা অনস্বীকার্য। প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রজাতি পালন করে দেশের বৃহৎ নারী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সরকারের পাশাপাশি এনজিও গুলো দেশের পোল্ট্রি ও ডেইরিসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়নে স্বল্প সুদে ঋণ এবং নানাবিধ প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার কর্মএলাকার জনগণকে গবাদিপশু পালনে উৎসাহী ও লাভজনক করে তুলতে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশুপালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সংস্থা পিকেএসএফের সহযোগিতায় খামারীদের নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য "সমন্বিত কৃষি ইউনিট"- এর আওতায় প্রাণিসম্পদ ইউনিট বাস্তবায়ন করছে।

খামারী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা, ভৌগলিক ও আঞ্চলিক পেক্ষাপট, খামারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান, আগ্রহ ও প্রযুক্তি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পরিবেশ, প্রযুক্তি বাস্তবায়নে খামারীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, বাজার তৈরির পরিবেশ, ভোক্তার চাহিদা, খামারীর দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রযুক্তির নাম	চলতি অর্থবছরে লক্ষমাত্রা	৩০ জুন/'২৪ পর্যন্ত প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন	চলতি অর্থবছরে প্রতিরুপায়ন সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত প্রতিরুপায়ন সংখ্যা
দুগ্ধ পণ্য বহুমাত্রিকীকরণের মাধ্যম্যে ফ্লেভারড ইয়োগার্ড ড্রিংক ও ঘি উৎপাদন	২	১	৩	০	০
নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ	৭	৭	১২	০	০
বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন	৩৫	৩৫	১৫৩	০	৩৬
উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গাভী পালন	১০	১০	২৩৭	০	৭৬
সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগি পালন	১০	১০	২৭	০	৫
নিরাপদ মাংস উৎপাদনে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাউ মুরগি পালন	৩০	৩০	১১৬	৪	২২
মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস পালন	২০	২০	১১১৭	০	২৪
হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি স্থাপন	২	২	৫	০	০
প্রাণিসম্পদ পণ্যবিক্রয় কেন্দ্র	২	২	৪	০	০
অধিক পুষ্টিগুন সম্পন্ন ফডার উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি	৫	৫	৭১	০	১৬৬
সুস্বাদু ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের মাসকোভি হাঁস পালন	৫	৫	১০	০	০
সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন	০৫	৫	২৫	০	৪১
রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি স্থাপন	০৩	৩	১৭	০	১৫
নিবিড় ফ্রি রেনজ্ঞিং পদ্ধতিতে দেশি মুরগির প্যারেন্ট স্টক উৎপাদন	০৩	৩	৭	০	০
খোঁজা মোরগ মোটাতাজাকরণ	০৩	৩	৬	০	০
মোট	**১৪২**	**১৪১**	**১৮১০**	**৪**	**৩৮৫**

কর্মসূচী বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ
সংস্থার সক্রিয় সদস্য যারা প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রজাতি পালন করে নিজেদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করতে চাই কিন্তু প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে আশানুরুপ ফাল পাচ্ছে না তাদের নির্বাচন করে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সফল প্রযুক্তি ও চাষাবাদ কৌশলের অনুশীলন এবং খামারী পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণে জন্য খামার দিবস, এলাকার খামারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ কেন্দ্র এবং প্রাণিসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ (যেমন- খামারী, ডিলার, মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর) এর সাথে কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বাজার সংযোগ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে চলতি বছরের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

ক্র.নং	প্রযুক্তির নাম	লক্ষমাত্রা	অর্জন	ইউনিট শুরু হতে ক্রমপূঞ্জীভূত অর্জন
০১	সদস্য প্রশিক্ষণ	৭	৭	৩৪
০২	খামার দিবস	৪	৪	২৭
০৩	প্রাণিসম্পদ পরামর্শ কেন্দ্র	৪	৪	১২
০৪	বাজার সংযোগ কর্মশালা	২	২	৪
	মোট	১৭	১৭	৭৭

১। দুগ্ধ পণ্য বহুমাত্রিকীকরণের মাধ্যম্যে ফ্লেভারড ইয়োগার্ড ড্রিংক ও ঘি উৎপাদন ঃ
মেধাবী জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে দুধের বিকল্প হিসাবে ফ্লেভারড ইয়োগার্ড ড্রিংক (ম্যাংগো মিল্ক/চকলেট মিল্ক) তৈরি ও বিপণন করার জন্য শালিখা উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের সদস্য বাপ্পি ঘোষকে উক্ত প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থা হতে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২। নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ ঃ
স্বল্প সময়ে অধিক মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিটি চলতি অর্থবছরে ৭ জন এবং এ পর্যন্ত ১২ জন খামারীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একজন খামারী বছরে গড়ে ৪টি খাসি পালন করে খরচ বাদে প্রায় ২৪ হাজার টাকা নীট লাভ করতে পারে। সংস্থা হতে খামারীদের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তাসহ সার্বক্ষনিক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৩। বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশী মুরগি পালন ঃ
সঠিক উপায়ে দেশী মুরগি পালন করে উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য চলতি অর্থবছরে ৩৫ জন সদস্যর দ্বারা এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন সদস্য বছরে ডিম ও মুরগি বিক্রি করে খরচ বাদে প্রায় ১৮ হাজার টাকা লাভ করেছে। কর্মএলাকার অনেকে প্রদর্শনী দেখে উক্ত প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

চিত্র: নির্দিষ্ট জায়গায় বিশেষ ধরণের আবাসনে দেশী মুরগী পালন

৪। **উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গাভী পালন ঃ**

অধিক উৎপাদনশীল জাতের বাছুর এবং দীর্ঘমেয়াদী দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিটি চলতি অর্থবছরে ১০ জন এবং এ পর্যন্ত ২৩৭ জন খামারীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ৭৬ জন খামারী এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

চিত্র: উত্তম ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন প্রদর্শনী খামার

নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে একজন সদস্যর প্রদর্শনীর আয়-ব্যয় এর তথ্য দেখানো হল ঃ

সদস্য সংখ্যা	গাভীর সংখ্যা/ সদস্য	বাছুরের সংখ্যা/ সদস্য	মোট ব্যয়	বাৎসরিক দুধ উৎপাদন (লিটার)	বাৎসরিক আয় (টাকা)				বছরে নীট লাভ (টাকা)
					দুধ বিক্রি থেকে	বাছুর বিক্রি থেকে	ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রি থেকে	মোট আয়	
১	১	১	৮৪,৩২০/-	১০৭৫লি.	৫৩,৭৫০/-	৬৫,০০০/-	২,৪০০/-	১,২১,১৫০/-	৩৬,৮৩০/-

৫। **সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগি পালন ঃ**

এন্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার ও প্রত্যাহারকাল মেনে নিরাপদ ডিম উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের প্রোটিনের চাহিদা পূরন করার উদ্দেশ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিরাপদ ডিম উৎপাদনে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগি পালনের ১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। একজন সদস্য উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে বছরে মুরগি ও ডিম বিক্রি করে প্রায় ৩৮ হাজার টাকা নীট লাভ করতে পারে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ৪ জন খামারি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

৬। **নিরাপদ মাংস উৎপাদনে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাউ মুরগি পালন ঃ**

দ্রুত বর্ধনশীল ও জলবায়ু সহিষ্ণু বাউ মুরগি পালন প্রযুক্তিটি চলতি অর্থবছরে ৩০টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে এবং এ পর্যন্ত ১১৬টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন সদস্য বছরে ৫ বার মুরগি বিক্রি করতে পারে। খামারী বছরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ করে ২ লক্ষ্য টাকার মুরগি বিক্রি করে থাকে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ১৫ জন খামারী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

চিত্র: নিরাপদ মাংস উৎপাদনে দ্রুতবর্ধনশীল ও সুস্বাদু বাউ মুরগি পালন প্রদর্শনী

বাউ মুরগি পালনে লাখীয়া খাতুনের সাফল্য

মাগুরা সদর উপজেলার কুকনা গ্রামের মধু লস্করের স্ত্রী লাখীয়া খাতুন। তিনি মাগুরা সদর-১ শাখার আওতাধীন কুকনা স্কুলপাড়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য। স্বামী কৃষিকাজ করে এবং ছেলে অটোচালিয়ে যে আয় করে তা দিয়ে সংসার ভালই চলছিল। কিন্তু সংসারের সদস্য সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে খরচ বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় অনেকদিন ধরেই তিনি ভাবছিলেন সংসারের কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য কি করা যায়? সংস্থা হতে সমিতির সদস্যদের হাঁস-মুরগী ও গবাদীপশু পালনে আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা দেয়ার কথা আগেই শুনেছেন। ইতিমধ্যে সংস্থার প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ও পিএ (টেক) সমিতিতে দ্রুত বর্ধনশীল জলবায়ু সহিষ্ণু বাউ মুরগী পালন করে সদস্যরা কিভাবে লাভবান হতে পারবেন সে বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শুনে লাখীয়া উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন জাত হিসেবে বাউ মুরগী পালনে আগ্রহী হন। তিনি সংস্থার প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে তার পরমর্শ অনুযায়ী প্রথম ব্যাচে ১৫০টি বাউ মুরগীর বাচ্চা পালন শুরু করেন। সংস্থা হতে মুরগীর বাচ্চাসহ ঘর মেরামত করার জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা পান পাশাপাশি তাকে কারিগরি সেবাও প্রদান করা হয়। লাখীয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের নিবিড় পরিচর্যায় ৪৫ দিনে মুরগীগুলোর গড় ওজন প্রায় ১.১ কেজি হয়। তিনি ২৮০টাকা কেজি দরে মোট ১৬২ কেজি মুরগী ৪৫৩৬০ টাকায় বিক্রি করেন উৎপাদন খরচ বাদে তিনি প্রথম ব্যাচেই ১৬৮৬০ টাকা নীট লাভ করেন। প্রথম ব্যাচের সাফল্যে তিনি দ্বিতীয় ব্যাচে খামারে ২০০টি বাউ মুরগীর বাচ্চা লালন পালন করে প্রায় ২০০০০ টাকা, তৃতীয় ব্যাচে খামারে ২৫০টি বাউ মুরগীর বাচ্চা লালন পালন করে প্রায় ২৪৫০০ টাকা এবং চতুর্থ ব্যাচে খামারে ৩৫০টি বাউ মুরগীর বাচ্চা লালন পালন করে প্রায় ২৮৫০০ টাকা লাভ করেন। বাউ মুরগী পালনে উৎসাহী নতুন খামারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সংস্থার কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও খামারের জীব-নিরাপত্তা মেনে বাউ মুরগী পালন করলেই সফলতা আসবে। বর্তমানে লাখীয়া খাতুন সংস্থার সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে খামারটি আরো বড় করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

চিত্র: লাখীয়া খাতুনের অধিক উৎপাদনশীল বাউ মুরগির খামার

৭। মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন জাতের হাঁস পালন ঃ

বছরব্যাপি হাঁসের নিরাপদ মাংসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে ২০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংস্থা হতে কারিগরি সহায়তা ছাড়াও প্রদর্শনীর আওতায় খামারীকে হাঁসের বাচ্চা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। খামারী বছরে ৩ বার হাঁস বিক্রি করে খরচ বাদে প্রায় ২২ হাজার টাকা লাভ করে থাকে। প্রদর্শনীর ফলাফল দেখে কর্মএলাকার মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২৪ জন হাঁস পালন শুরু করেছে।

চিত্র: মাংসের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে পেকিন জাতের হাঁস পালন প্রদর্শনী

৮। হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি ঃ

হাঁসের ডিম ইনকিউবেটরে রেখে বাচ্চা ফুটিয়ে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য চলতি অর্থবছরে আমুড়িয়ায় ০১টি ও নারকেলবাড়ীয়া ০১টি মোট ০২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। সংস্থা হতে খামারীকে কারিগরি সহায়তা ছাড়াও ইনকিউবেটরসহ বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২ জন খামারী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৯। প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাগুরা সদর উপজেলার পুলিশ লাইনে এবং গঙ্গারামপুর বাজারে প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রের ০২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মুরগি জবাই ও ড্রেসিং করে ক্রেতার চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী নূন্যতম ১০০ গ্রাম থেকে ততোধিক ওজনের মাংস বিক্রি করা হয়। ফলে অনেক নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ভোক্তা সেখান থেকে অল্প পরিমাণ মাংস ক্রয় করে পরিবারের আমিষের চহিদা পূরণ করতে পারে অপরদিকে বিক্রেতারও প্রতি মাসে ১৪-১৫ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০। অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ফডার উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ

সদস্যরা যাতে উন্নত জাতের ঘাস (নেপিয়ার পাকচং) উৎপাদন করে নিজেদের গবাদি পশুর চাহিদা মিটিয়ে বাজারজাত করে বাড়তি আয় করতে পারে সেজন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একজন চাষী তার ১০ শতক জমিতে ফডার চাষ করে বছরে ২৪০০ কেজি ফডার উৎপাদন করে প্রায় ৩৯ হাজার টাকা লাভ করতে পারে।

চিত্র: গবাদি পশুর খাদ্যের চাহিদা মেটাতে অধিক পুষ্টিগুন সম্পন্ন নেপিয়ার পাকচং ঘাসের চাষ

১১। সুস্বাদু ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের মাসকোভি হাঁস পালন ঃ

এই অর্থবছরে ০৫টি এবং এ পর্যন্ত মোট ১০টি মাসকোভি হাঁসের প্রদশর্নী বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রদর্শণীতে নিবিড় পদ্ধতিতে মাঁচায় এবং এন্টিবায়োটিক ঔষধের প্রয়োগ মাত্রা নিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রয়োগ করে প্রত্যাহারকাল মেনে হাঁসের বাজারজাতকরণ করা হয়।

১২। সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন ঃ

কবুতরকে শেডে আটকে রেখে স্টল ফিডিং করানো এবং অন্যান্য কবুতর ও বণ্য পাখির সংস্পর্শ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে এই অর্থবছরে ০৫টি এবং এ পর্যন্ত মোট ২৯টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শীতকাল ব্যতিত অন্য সময়ে কবুতরকে উন্মুক্ত ছেড়ে পালন করা হয় ফলে খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যয় কম। প্রদর্শনী দেখে এ পর্যন্ত ৫৩ জন অনুসরনীয় চাষী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কার্যক্রম শুরু করেছে।

১৩।রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি স্থাপন ঃ

আধা-নিবির পদ্ধতিতে রাজহাঁস পালন করার জন্য চলতি অর্থবছরে ০৩টি এবং এ পর্যন্ত মোট ১৭টি প্রদশর্নী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নিয়মিত টিকা ও জীবানুনাশক প্রয়োগের ফলে হাঁসের রোগবালাই কম হয় এবং উৎপাদন বেশী হয় ফলে খামারীরা অধিক লাভ করতে পারে। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে কর্মএলাকার ১৩ জন খামারী প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

১৪। নিবিড় ফ্রি রেনজিং পদ্ধতিতে দেশি মুরগির প্যারেন্টস্টক উৎপাদন ঃ

খামারীর উৎপাদন খরচ কম করার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে ০৩টি এবং এ পর্যন্ত ০৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পালনকৃত দেশি মুরগির প্যারেন্টস্টক তাদের প্রয়োজনীয় খাবারের ৫০% চারণভুমি হতে সংগ্রহ করে এবং অবশিষ্ট ৫০% খাদ্য খামারী সরবরাহ করে থাকে। উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তিটি খামারীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করছে।

১৫।খোঁজা মোরগ মোটাতাজাকরণ ঃ

খোঁজাকৃত মোরগ সাধারণ মোরগের তুলনায় দ্রুত বর্ধনশীল এবং সুস্বাদু হওয়ায় চলতি অর্থবছরে ৩টি এবং এ পর্যন্ত ০৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর আওতায় খামারীকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তাসহ ১ মাস বয়সী মোরগ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ কর্মশালা ঃ

সংস্থার মাধ্যমে বাউ মুরগি ও পেকিন হাঁস বিপনণের জন্য খামারী, ডিলার ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীর সাথে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ০২টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই ২টি কর্মশালায় মোট ৭০ জন বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ক নবীন উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণিসম্পদ পরামর্শ কেন্দ্র ঃ

কর্মএলাকার খামারীদের মাঝে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চলতি অর্থবছরে ৪টি পরার্মশ কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়। উক্ত পরামর্শ কেন্দে প্রাণি

সম্পদের উদ্ভুদ্ধ যেকোন সমস্যার সমাধানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও সংস্থার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উৎযাপন ঃ

“বৈশ্বিক পুষ্টিতে দুধ অপরিহার্য” এই শ্লোগান নিয়ে সংস্থা ৩০ জুন-২০২৪ ইং তারিখে দশপাখিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে বিশ্ব দুগ্ধ দিবসে দুগ্ধ উপজাত বিষয়ক ক্যাম্পেইন করে। ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে ১৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা ও র‌্যালীর আয়োজন করা হয়।

খামার দিবস উদযাপন ঃ

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সফল প্রযুক্তি ও চাষাবাদ কৌশলের অনুশীলন এবং খামারী পর্যায়ে উদ্ভুদ্ধকরণে জন্য চলতি অর্থ বছরে ৪টি খামার দিবসের আয়োজন করা হয়। উক্ত খামার দিবসে এলাকার ২৯০ জন খামারী ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। খামার দিবসে সফল খামারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা ও খামারের ফলাফল তুলে ধরেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী

টেকসই দারিদ্র দূরীকরণ এবং দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচী সেপ্টেম্বর ২০১৪ সাল হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালী ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, সহজ শর্তে ঋণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ফোকাল পার্সনের তত্বাবধানে মোট ২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মী এই কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ঃ

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে হবখালী ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের মোট ৪৭৯৪টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। ০৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রত্যেকে প্রতিদিন ২৫টি পরিবার পরিদর্শন করেন। কর্মএলাকার জনগণকে বিনামূল্যে স্ট্যাটিক ক্লিনিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করাসহ, সাপ্তাহিক স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সেবা গ্রহণ, কৃমিনাশক, ক্যালসিয়াম, আয়রণ ও পুষ্টিকনা জাতীয় ঔষধ গ্রহণ, দৃষ্টিহীন রোগীদের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য এক বছর মেয়াদী “স্বাস্থ্য সেবা কার্ড” প্রদান করা হয়। মাঠ পর্যায়ের জনসাধারণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ০৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিয়মিত উঠান বৈঠক করে থাকে। সেখানে তারা পরিবেশ ও সময় উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে যেমন- ডায়রিয়া, গর্ভবতী মায়ের যত্ন, গর্ভকালীন বিপদ চিহ্ন, প্রসব পরবর্তী সেবা, দুগ্ধদানকারী মায়ের যত্ন, নবজাতক শিশুর পরিচর্যা, অপুষ্ট শিশুর যত্ন, বয়ঃসন্ধিকালের যত্ন, ডায়বেটিস রোগীর যত্ন ও করণীয়, উচ্চ ও নিম্ন রক্তচাপ রোগীর যত্ন, নিউমোনিয়া রোগীর যত্ন, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি, ইপিআই টিকাদানের গুরুত্ব ইত্যাদি। চলতি অর্থবছরে ৪৩০টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকান্ডের চিত্র নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

ক্রমিক নং	বিবরণ	চলতি বছর		এ পর্যন্ত
		জন	পরিমাণ	
০১	গর্ভবর্তী ও মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রম (আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক)	১৫০৩	১২৩০৬টি	৮৭৫০৬টি
০২	৫ বছরে বয়সের নীচে শিশুদের পুষ্টি সেবা (পুষ্টিকণা, কৃমিনাশক, ক্যালসিয়াম ও আয়রন ট্যাবলেট) কার্যক্রম	৭১৭৯	৩৪২৮৫টি	২২৫৭০৯টি
০৩	ডায়াবেটিক কার্যক্রম (ডায়াবেটিক সর্ম্পকে সচেতনতা ও ডায়াবেটিক পরীক্ষা)	১৮০০	-	১১৮৯৮ জন
০৪	স্ট্যাটিক ক্লিনিক	২২৪০	২২০টি	১৪৪৫৫ জন
০৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	১৩৭২	৪৮টি	১০৯৯২ জন

চিত্র: সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালনা

সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ
ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চলতি অর্থবছরে ৪টি ক্যাম্পের (চক্ষু, অর্থোপেডিক ও নাক-কান-গাল) মাধ্যমে ৫৫৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প ঃ
চলতি অর্থ বছরে চোখের রোগী বেশি থাকায় একটি চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা দেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় ২ বার চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আনা-নেওয়া সহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চোখের পাওয়ার নির্ণয়, চোখের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা, সঠিক চশমা বাছাইকরণ ও ন্যায্যমূল্যে চশমা ও আইড্রপ প্রদান করা হয়।

বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ঃ
সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতাধীন হবখালী ইউনিয়নের ২০টি গ্রামে মাইকিং ও লিফলেট বিতরণে মাধ্যমে জণগনকে অবিহিত করে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চোখের ছানি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে নির্বাচিত ছানিপড়া রোগীদের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন, লেন্স, চশমা ও ঔষধ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে ৩০ জন রোগী এবং এ পর্যন্ত ১৭৭ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

চিত্র: বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

উদ্যমী সদস্য (ভিক্ষুক) পুনর্বাসন ঃ
ভিক্ষুকদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় মোট ৪ জন উদ্যমী সদস্যকে ভিক্ষার পরিবর্তে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। ফলে তাদের আয় বেড়েছে এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সংস্থা হতে উদ্যমী সদস্যর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে।

চিত্র: বয়স্ক ভাতা প্রদান

বিশেষ সঞ্চয় ঃ

অতিদরিদ্র, ভিক্ষুক, দুস্থ মহিলা পরিবার প্রধান এবং পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের ভৌত সম্পদ ক্রয় এবং উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে সম্পদ ও সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ২০ জনকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এক জন সদস্য অক্ষমতা প্রকাশ করায় এ পর্যন্ত ১৯ জনকে নিজেদের জমাকৃত সঞ্চয় লাভ সহ ২,৩১,০৬১ টাকা এবং সংস্থার অংশ ২,৩১,০৬১ টাকা সর্বমোট ৪,৬২,১২২ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবার ভিত্তিক ল্যাট্রিন স্থাপন ঃ

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার না করার ফলে গ্রামের দরিদ্র পরিবার সমূহকে বিভিন্ন ধরনের পানি বাহিত রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় সংস্থা হতে এ পর্যন্ত ৩৭০টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ এবং স্থাপনে সহায়তা করা হয়েছে।

কমিউনিটি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও কালভার্ট নির্মাণ বা মেরামত ঃ

ইউনিয়নের পবিত্র স্থানগুলোতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রামের মসজিদ, মন্দির এবং মাদ্রাসায় ২৯টি ল্যাট্রিন স্থাপন, ১৭টি অগভীর নলকূপ স্থাপন ও মেরামত এবং ২টি ব্রীজ ও ১টি কালভার্টসহ মোট ৪৯টি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সংস্থা এবং কমিউনিটির অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪৯টি কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা এবং কমিউনিটির পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা সর্বমোট ১০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

আদর্শ বাড়ি নির্মাণ ঃ

সারা বছর শাকসবজি এবং ফলমুল উৎপাদন ও চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারে সেই লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত ৬০টি "আদর্শ বাড়ি" মডেল আকারে তৈরি করা হয়েছে। আদর্শ বাড়িতে সাজনা, লেবুসহ ফলজ, বনজ, মসলা ও ঔষধি গাছ রোপন ও বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ করা হয়। জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রতিটি বাড়িতে কম্পোস্ট সার তৈরি করা সহ গবাদি পশু-পাখি পালন, পুকুরে মাছ চাষ, কেঁচো সার তৈরি করা হচ্ছে।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি ঃ

চিত্র: প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় সভা

শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, সামাজিক সচেতনতা, যুব উন্নয়ন, সিনিয়র সিটিজেন, বাজারজাত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহ ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসইভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডের স্থানীয় মেম্বারকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ৯টি ওয়ার্ডে "ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৫৪টি এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪২৭টি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্ড কমিটি তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্মুখিন হয় তার সমাধান বিষয়ে এবং ষান্মাসিক পরিকল্পনা নিয়ে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটিতে আলোচনা করে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ৯টি ওয়ার্ডের ৯ জন মেম্বরসহ সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কমিটির ০৯ জন মেম্বরকে নিয়ে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। চলতি অর্থ বছরে ২টি এবং এ পর্যন্ত ১৩টি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সভা করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মাণ ঃ

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা, এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, ওয়ার্ড প্রবীণ কমিটির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা, উন্নয়নে যুব সমাজ কমিটির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা এবং এলাকার বিভিন্ন ইস্যুতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বর, গণ্যমান্য ব্যক্তি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা মৎস্য, উপজেলা কৃষি অফিসের মিটিং সহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৯টি ওয়ার্ডের সুবিধাজনক ও জনবহুল স্থানে ৯টি “সমৃদ্ধি কেন্দ্র” ঘর নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

আইজিএ প্রশিক্ষণ ঃ

সদস্যদের আগ্রহ বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে সমৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় হবখালী ইউনিয়নের ঋণী সদস্যদের ০৪টি ব্যাচে ১০০ জনকে জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, হাঁস- মুরগী পালন, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ এবং মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ২৪টি ব্যাচে সর্বমোট ৫৯৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে উপজেলা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। এতে করে সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের সুসম্পর্ক স্থাপন হয়েছে যার ফলে সেবা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র: ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের আইজিএ প্রশিক্ষণ

উন্নয়নে যুব সমাজ

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতাভূক্ত অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো “উন্নয়নে যুব সমাজ”। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো যুবকদের নৈতিক উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং দায়িত্বশীল সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এই কার্যক্রমে কিশোর- কিশোরীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া নারী প্রধান অতিদরিদ্র পরিবার, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা পরিবারের যুব সদস্যসহ অসুস্থ্য জীবনে আসক্ত যুব, গৃহহীন ও বস্তিবাসীর যুবদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ইউনিয়নের যুবকরা যেন নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে

চিত্র: উন্নয়নের যুব সমাজের সদস্যদের মাঝে ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ

পারে সে লক্ষ্যে ৮টি ব্যাচে ২০০ জনকে "স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি মাসে ইউনিয়নের যুবকদের নিয়ে ওয়ার্ড ও ইউনিয়নভিত্তিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপণ এবং দুস্থদের সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

শিশু-শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভীতি দূর করার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়ন করার লক্ষ্য নিয়ে নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশুসন্তান যারা শিশু থেকে ২য় শ্রেণীতে পড়ালেখা করে তাদের শিক্ষায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ৩৩টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭৫৭ জন শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া করানো হয়েছে।

শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিক-শিক্ষা, বিনোদন ও তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য ছড়া, কৌতুক, নাচ, গান, অভিনয় ও গল্প বলার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে শিক্ষক-অভিভাবক সভা করা হয়। চলতি অর্থ-বছরে ২৩১টি এবং এ পর্যন্ত ২৫৫০টি অবিভাবক সভা করা হয়েছে। পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠদান, পাঠদান পদ্ধতি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মৌলিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিক্ষা সুপারভাইজার প্রতি মাসে প্রতিটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র ২ বার পরিদর্শন করে। শুক্রবার এবং সরকারি ছুটি ব্যতিত প্রতিদিন বিকালে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ২ ঘণ্টা পাঠদান করা হয়। এছাড়া প্রতিমাসে শিক্ষিকাদের রিফ্রেশার আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ঃ

দারিদ্রতার কারণে আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের অনেকেই তাদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। এ সত্ত্বেও দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উঠে আসা অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী নিজের একান্ত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন পরীক্ষায় সফলতার সাথে প্রতিকুলতাকে জয় করছে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের অনেক মেধাবী সন্তানেরা আর্থিক সক্ষমতার অভাবে এসএসসি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার পরও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যায়ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করতে পারে সেজন্য সংস্থা সমৃদ্ধি কর্মসূচীর মাধ্যমে বৎসরে ২ বার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে। এপর্যন্ত ৬৩ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এরা বর্তমানে দেশের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পড়ালেখা করছে।

চিত্র: বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

নড়াইল সদর উপজেলার হবখালী ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। হবখালী ইউনিয়নে ৪৭৯৪টি পরিবারে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে ৬৩৯ জন নারী এবং ৬৩৮ জন পুরুষ সর্বমোট ১,২৭৭ জন প্রবীণকে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় নড়াইল সদর উপজেলার ০২নং হবখালী ইউনিয়নের হাড়িগড়া গ্রামে একটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দঘর রয়েছে যা প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে ০৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে প্রবীণরা উপস্থিত হয়ে দাবা, ক্যারাম বোর্ড, লুডু ইত্যাদি খেলেন। এছাড়াও এখানে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা, আনন্দ-বিনোদন-খেলাধুলা ও সভা সেমিনারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কার্যক্রমের আওতায় হবখালী ইউনিয়নে ১০০ জন অস্বচ্ছল প্রবীণকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত প্রবীণদের দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য ২০০০/ টাকা করে ৩০ জনকে ৬০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত ৯৭ জনকে ১ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা এবং উপকরণ বিতরণ

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ হবখালী ইউনিয়নে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ০৫ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও ০৫ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা সরূপ সকলকে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া কর্মসূচীর আওতায় শারীরিকভাবে নাজুক ও সুবিধাবঞ্চিত, দুঃস্থ প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা হিসাবে ১৯টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত ৩২৪ জন প্রবীণদের মাঝে ২৮০টি কম্বল, ২০টি চাদর, ২০টি ছাতা, ২০টি কমোড চেয়ার, ৫০টি ওয়াকিং স্টিক মোট ৪০৯টি উপকরন বিতরণ করা হয়েছে।

প্রবীণদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

হবখালী ইউনিয়নে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইং তারিখে প্রবীণদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছিল যেমন - হাড়ি ভাঙ্গা, চেয়ার সিটিং, কবিতা আবৃত্তি, গান/গজল এবং কৌতুক। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিযোগীতার আয়োজন

শিক্ষাকেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে হবখালী ইউনিয়নে ২৪ জানুয়ারী ২০২৪ এ র‌্যালী আলোচনা সভা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের শতাধিক শিক্ষার্থী মোরগ লড়াই, দড়ি লাফ, কবিতা আবৃত্তি, গান ও নৃত্য প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি ওয়ার্ডের যুবকদের নিয়ে ওয়ার্ডভিত্তিক ক্রীড়া (চেয়ার সিটিং, অংক দৌড়, দড়ি লাফ, হাই জাম্প ও লং জাম্প) ও সাংস্কৃতিক (গান, কবিতা আবৃত্তি ও কৌতুক) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তারপর বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিজয়ীদের নিয়ে হবখালী ইউনিয়নে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইং তারিখে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসহ সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। এ সকল দিবসে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্য, যুব ও প্রবীণ সদস্য, শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান ও মেম্বরগণ, সংস্থার কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, র‌্যালি ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উদযাপিত দিবসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

০১ নভেম্বর ২০২৩, জাতীয় যুব দিবস; ২৪ জানুয়ারী ২০২৪, আর্ন্তজাতিক শিক্ষা দিবস; ০৮ মার্চ ২০২৪ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস; ০৭ এপ্রিল ২০২৪, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস; ১২ মে ২০২৪, বিশ্ব মা দিবস; ০৫ জুন ২০২৪, বিশ্ব পরিবেশ দিবস

মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

(Bangladesh Rural Water and Sanitation for Human Capital Development Project)

বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) এর আর্থিক সহায়তায় এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মাধ্যমে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ স্থাপনার উন্নয়ন, টয়লেট স্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চা বিষয়ে কাঙ্খিত আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন ২০২২ হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের কর্মএলাকা ঃ

এডিআই CPO-1 হিসেবে চাঁদপুর জেলার, কচুয়া উপজেলায় ০২টি শাখার মাধ্যমে (কচুয়া শাখা, সাচার শাখা) এবং কুমিল্লা জেলার ৪টি উপজেলায় (চান্দিনা, দেবিদ্বার, দাউদকান্দি ও মুরাদনগর) ০৭টি শাখার (মহিচাইল-১, নবাবপুর, ধামতি, চান্দিনা, মহিচাইল-২, মালিগাঁও, সাচার, কচুয়া ও সিদ্ধেশ্বরী) মাধ্যমে অর্থাৎ সর্বমোট ০৯টি শাখার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

স্থানীয় উদ্যোক্তা (LE) তৈরি ঃ

ম্যাশন এবং হার্ডওয়্যার দোকানসহ ব্যবসার প্রসার করতে এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকিকরণের জন্য পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার সেবাসমূহ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এ পর্যন্ত ০১ জন স্থানীয় উদ্যোক্তা ওয়াটার LE ও ০৭ জন স্থানীয় উদ্যোক্তা স্যানিটেশন LE অর্থাৎ সর্বমোট ০৮ জন LE কে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। যাদেরকে যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা ও ৬,৯০,০০০ টাকা সর্বমোট ৮,৪০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় সংস্থা হতে ০১ জন নারী স্যানিটারী ন্যাপকিন উদ্যোক্তাকে দুইদিন ব্যাপী ট্রেনিং দেয়া হয়।

সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে প্রকল্পের আওতায় ষ্টাফ ওরিয়েনটেশন ও ট্রেনিং ঃ

(ক) মাঠ পর্যায়ের ষ্টাফদের প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরির জন্য সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে প্রকল্পের আওতাধীন নয়টি শাখার সকল স্টাফ সহ সংশ্লিষ্ট জেড এম, আর এম, ফোকাল পারসন ও কচুয়া উপজেলার UCC সদস্যদের নিয়ে প্রকল্প সম্পর্কিত ওরিয়েনটেশন দেওয়া হয়।

(খ) পরবর্তীতে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে প্রকল্পের আওতাধীন কচুয়া, সাচার, মালিগাঁও, নবাবপুর, মহিচাইল-১, মহিচাইল-২, ধামতী, চান্দিনা ও সিদ্ধেশ্বরী শাখার সকল ষ্টাফকে প্রকল্পের উপর এক দিনের ট্রেনিং প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ কর্তৃক ট্রেনিং ঃ পিকেএসএফ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে সংস্থার প্রকল্প এলাকা ভুক্ত মালিগাঁও, সাচার ও কচুয়া শাখার ২১ জন কর্মী ও কর্মকর্তাদের ট্রেনিং প্রদান করে।

Upazila Coordination Committee (UCC) সভা ঃ প্রকল্প কর্মকান্ডের লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রগতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর নির্ধারিত উপজেলার (কচুয়া) CPO-1 ও CPO-2 এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক UCC সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় CPO-1 সংস্থা হিসাবে এডিআই কর্তৃক চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সকল UCC সদস্যদের নিয়ে পিকেএসএফ এর উপস্থিতিতে এ পর্যন্ত ৪টি UCC সভা করা হয়।

প্রকল্পে অনুমোদিত ধরণ অনুযায়ী ল্যাট্রিন তৈরি ঃ

স্যানিটারি ঋণের আওতায় ৪ ধরণের ল্যাট্রিন যথা ঃ- (ক) সুলভ ল্যাট্রিন, (খ) বিলাস ল্যাট্রিন, (গ) শোভন ল্যাট্রিন ও (ঘ) সৌখিন ল্যাট্রিন তৈরির উপর ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। যা LE ঋণ গ্রহীতা সদস্যর বাড়িতে গিয়ে এই সকল ল্যাট্রিন তৈরি করে দিয়ে থাকে। জুন ২০২৪ ইং মাস পর্যন্ত সংস্থা কর্তৃক ২টি সুলভ ল্যাট্রিন, ৫০৫টি বিলাস ল্যাট্রিন, ১২টি শোভন ল্যাট্রিন ও ৭৩টি সৌখিন ল্যাট্রিন অর্থাৎ সর্বমোট ৫৯২টি ল্যাট্রিন তৈরি করা হয়।

জুন ২০২৪ ইং মাস পর্যন্ত ওয়াটার ও স্যানিটেশন ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

জুন ২০২৪ ইং মাস পর্যন্ত ওয়াটার ঋণের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১১৩টি, অর্জন হয়েছে ১৮৯টি যার বিতরণকৃত টাকা ৪০,২২,০০০ টাকা এবং স্যানিটেশন ঋণের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১,০০০টি, অর্জন হয়েছে ৫৯২টি যার বিতরণকৃত টাকা ১,৫৬,৪২,০০০ টাকা, অর্থাৎ ২টি কম্পোনেন্টে মোট লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১,১১৩টি, অর্জন হয়েছে ৭৮১টি সর্বমোট বিতরণকৃত টাকা ১,৯৬,৬৪,০০০ টাকা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা ঃ

দাতা সংস্থা কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সংস্থার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৯টি ওয়াটার ঋণ ও ১,৩২১টি স্যানিটেশন ঋণ, অর্থাৎ সর্বমোট ১,৪৭০টি ঋণ।

দ্বিতীয় গর্ত নির্মানের জন্য প্রণোদনা ঃ

যে পরিবারগুলো দুইগর্ত বিশিষ্ট নতুন ল্যাট্রিন তৈরি করে, তারা ৩,০০০ টাকা প্রণোদনা পায় আর যারা পুরাতন একগর্ত বিশিষ্ট ল্যাট্রিনের জন্য দ্বিতীয় গর্ত তৈরি করে তারা ১,৫০০ টাকা প্রণোদনা পায়। অর্থবছরে এ পর্যন্ত সংস্থার তৈরিকৃত ৫৯২টি ল্যাট্রিন বাবদ ১৭,৭০,০০০ টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ক আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি (BCC Campaign) ঃ

এই কম্পোনেন্টের আওতায় পিকেএসএফ এর নিয়োগকৃত ফার্ম "স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ক আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি" বিষয়ে সংস্থার ০৯টি শাখার সকল কর্মী ও কর্মকর্তাদের এক দিনের প্রশিক্ষণ

শেষে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী ও কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট শাখার প্রত্যেকটি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আচরণ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে (ক) নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় খাবার পানি (খ) নিরাপদ স্যানিটেশণ ব্যবস্থাপনা (গ) হাত ধোয়া ষ্টেশন ও হাত ধোয়ার পদ্ধতি (ঘ) মাসিক ব্যবস্থাপনা ও (ঙ) শিশুর জন্য উন্নত ওয়াশ ব্যবস্থাপনা এই ৫টি বিষয়ের উপর সেশন পরিচালনা করছে। অর্থবছরে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় খাবার পানির উপর ৬৩টি, নিরাপদ স্যানিটেশণ ব্যবস্থাপনার উপর ১২৩টি, হাত ধোয়া ষ্টেশন ও হাত ধোয়ার পদ্ধতির উপর ৪২টি, মাসিক ব্যবস্থাপনার উপর ০৩টি এবং শিশুর জন্য উন্নত ওয়াশ ব্যবস্থাপনার উপর ০৪টি সর্বমোট ২৩৫টি BCC Campaign করা হয়।

চিত্র: ওয়াশ প্রকল্পের আওতায় বিসিসি মিটিং

এডিআই শিশু শিক্ষালয়

শিক্ষা কার্যক্রমের মূলধারা হতে শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধ করা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য এডিআই নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৩ সাল হতে শিশু শিক্ষালয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রত্যেক শিক্ষালয়ে প্রাইমারী স্কুলের শিশু শ্রেণি হতে দ্বিতীয় শ্রেণির ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠ তৈরিতে সহায়তা করা হয়। শুক্র ও শনিবার সহ সরকারি ছুটির দিন ব্যতিত প্রতিদিন বিকালে ২ ঘন্টাব্যাপী পাঠদান করা হয়ে থাকে। মৌসুম ভেদে শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী পাঠদান শুরুর সময় নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে মাগুরা জোনের মাগুরা ও আমুড়িয়া অঞ্চলে ১২টি ও কুমিল্লা জোনের চাঁদপুর ও চান্দিনা অঞ্চলে ০৫টিসহ মোট ১৭টি শিক্ষালয়ে সর্বমোট ৩৪২ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহন করছে। শিক্ষালয় গুলো পরিচালনার জন্য ১৭ জন শিক্ষক ও ০২ জন সুপারভাইজার (শিক্ষা) কর্মরত আছেন। শিক্ষকদের নিয়োগের পর শিক্ষালয়ে পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিক-শিক্ষা, বিনোদন ও তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষালয়ে ছড়া, কৌতুক, নাচ, গান, অভিনয় ও গল্প বলার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষকরা নানা ধরনের অনুপ্রেরণামূলক ও শিক্ষনীয় গল্প সহ মহান ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। ভবিষ্যতে এডিআই এর পরিকল্পনা মাগুরা ও কুমিল্লা জোনের সকল অঞ্চলে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি করা সহ শিশু শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাৎসরিক ভিত্তিতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা ও ভাল ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানসহ শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা।

চিত্র: বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

একটি সংস্থার উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মানব-সম্পদ বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন উন্নয়ন সংস্থার সার্বিক উন্নতি ও গতিশীলতার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নাই। কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করা, কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, পদোন্নতি, বেতন-ভাতা নির্ধারণ, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, চাকরী শেষে নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্মীবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক সেবা প্রদান করাই হচ্ছে মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ। সংস্থার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম ও বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো - সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম ও অন্যান্য কর্মসূচী পরিচালনার জন্য প্রোগ্রাম বিভাগ, মানব সম্পদ বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, আইটি বিভাগ, মনিটরিং ও নিরীক্ষা বিভাগ। নির্বাহী পরিচালকের তত্ত্বাবধানে থেকে মানব সম্পদ বিভাগ উক্ত বিভাগের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। মোট ৩৭৫ জন কর্মী সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচী, বিভাগ ও প্রকল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে ২৯৩ জন পুরুষ ও ৮৪ জন নারী।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

নিয়োগ	৭৯	স্থায়ীকরণ	৬৫	পদোন্নতি	২৬

কর্মী প্রণোদনা

সংস্থা তার কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। কর্মীদের প্রণোদনা প্রদানে এডিআই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবরই আন্তরিক। কাজের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নীতিমালা অনুযায়ী কর্মীদের প্রণোদনা দেয়া হয়ে থাকে। এ বছর ০৬ জন কর্মীকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১,৭৮,০০০ টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা ব্যয়

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দূর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে সংস্থার পক্ষ থেকে। এ পর্যন্ত মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ১,৫৯,৪৫০ টাকা এবং কর্মরত অবস্থায় দূর্ঘটনাজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য ০৪ জনকে ১,২১,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

চলতি অর্থ বছরে সংস্থার নিজস্ব আয়োজনে এডিআই এর বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীসহ মাঠ পর্যায় হতে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ১৯৫ জন কর্মীকে ০৮টি ব্যাচে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩২টি ব্যাচে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীন ৭৭০ জন সদস্যকে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ৫০ জনকে এবং মাঠ পর্যায়ে ৯১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও এ অর্থবছরে কর্মক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ সহ অন্যান্য সংস্থায় ০৯ জনকে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে আছে পিকেএসএফ, সিডিএফ ও এমআরএ।

চিত্র: স্টাফ প্রশিক্ষণ

সফলতার গল্প

সব্জী ও মাছ চাষ করে মনোয়ারা বেগমের সামনে এগিয়ে যাওয়ার গল্প

চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার গবরখোলা গ্রামের বউ মনোয়ারা। ১৯ বছর বয়সে গবরখোলা নিবাসী সব্জী চাষী মোঃ নুরুল ইসলামের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বছর ছয়েক আগে ৮০ শতাংশ চাষের জমি এবং ২০ শতক বসতভিটার জমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার। স্বামী নিজের জমিতে চাষাবাদ করে যে আয় করত তা দিয়ে মোটামুটি ভালভাবে ২ জনের সংসার চলছিল কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকায় শুধুমাত্র কৃষি কাজ করে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। কৃষি কাজের পাশাপাশি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করলেও পুঁজির অভাবে বড় আকারে মাছ চাষ করতে পারছিল না সে। এমন সময় এডিআই'র কর্মী রবিউল এর সাথে পরিচয় হয় তার। তারই পরামর্শে ২০১৮ সালে সাচার শাখার গবরখোলা মহিলা সমিতিতে ভর্ত্তি হয় মনোয়ারা বেগম।

সমিতির সদস্য হওয়ার পর পুকুরে মাছ চাষের জন্য ঋণ আবেদন করলে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সংস্থা ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সব্জী চাষ করে মনোয়ারা যে লাভ করে যা দিয়ে সংসার চালিয়ে কিস্তি পরিশোধ করে। সংস্থা থেকে ২য় দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ধানচাষ করে বেশ লাভবান হয়। এভাবে যথাক্রমে ৩য় দফায় ৫০ হাজার টাকা, ৪র্থ দফায় ৯০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ধান চাষ করে আরো বেশকিছু টাকা লাভ করে সে। এরপর সংস্থা থেকে মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ৫ম দফায় এমডিপিএফ ঋণের আওতায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে। তার পুকুরের মাছ এখন গৌরীপুর বাজারে বিক্রি হয়। মাছ বিক্রি করে সে এখন মাসে ৭০ হাজার টাকা আয় করে সব খরচ বাদ দিলে তার লাভ থাকে ৩০ হাজার টাকা। বর্তমানে তার মাছ চাষে ব্যবহৃত পুজিঁর পরিমান ৪ লক্ষ টাকা। ঋন পরিশোধের পাশাপাশি মনোয়ারা আরও ৩০ শতক জমি কিনেছে এবং ৪ ভরি স্বর্ণের গহনা তৈরী করেছে।

একদিন যে মনোয়ারা সমাজে অবহেলিত ছিল আজ তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক অবস্থারও উন্নয়ন ঘটেছে। তার স্বামী এবং সে মিলে পুকুরে মাছ চাষ করার যে স্বপ্ন দেখেছিল তা এডিআই থেকে প্রাপ্ত এমডিপিএফ ঋণের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। তার আশা আছে আরও একটি পুকুর লিজ নিয়ে মাছের ব্যবসাকে বড় করার এডিআই এর হাত ধরে।

ভাগ্যকে নিজের করে নিয়ে নাজমা বেগমের পথ চলা

কুমিল্লা জেলার ব্রাক্ষণখাড়া গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান নাজমা বেগম। ১১ জন ভাই বোনের মধ্যে ছোট হওয়ায় দরিদ্র পরিবারে তার আদরের কমতি ছিল না। অভারের কারনে পড়াশুনা করতে পারেনি বিধায় মাত্র ১৮ বছর বয়সে একই গ্রামের পোল্ট্রি খামারী সফর আলীর সংঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় স্বামীর বসতভিটা ছাড়া তেমন কিছুই ছিল না। বিয়ের পর কোলে আসে একে একে ৫টি সন্তান, ছোট একটি পোল্ট্রি ফার্ম থেকে যে আয় হত তা দিয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, দেবর-ননদ, স্বামী ও সন্তান নিয়ে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল নাজমা বেগমের।

গ্রামের মহাজোন থেকে চড়াসুদে টাকা ধার নিয়ে পোল্ট্রি ফার্ম বড় করার কথা চিন্তা করলেও ভয়ে সরে আসে। ফলে পূঁজির অভাবে ব্যবসাটি বন্ধ করে দেয়ার কথা ভাবতে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিবেশী আয়েশা বেগমের কাছ থেকে জানতে পারে এডিআই সংস্থা দরিদ্র মহিলাদের সমিতির মাধ্যমে ঋণ দেয়। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ২০২১ সালে বাক্ষণখাড়া মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়ে এমডিপিএফ ঋণের আওতায় ১ম দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পোল্ট্রি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। ব্যবসা থেকে তার প্রথম বারেই ২৫ হাজার টাকা লাভ হয় যা থেকে কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি সঞ্চয়ও জমা করতে থাকে। এভাবে ২য় দফায় ৭০ হাজার টাকা ঋন নেয় লাভ হয় ৩০ হাজার টাকা লাভ করে। পুনরায় ৩য় দফায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ৪র্থ দফায় ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে পোল্ট্রী ব্যবসা আরও বড় করে। বর্তমানে তার ব্যবসায় পুজিঁ আছে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সংস্থায় তার সঞ্চয় জমা আছে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। বর্তমানে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে নাজমা ৩৫ শতক চাষযোগ্য জমি ক্রয় করেছে।

নাজমা তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, "সংস্থার সংঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি যে জ্ঞান অর্জন করেছি তা ব্যক্তিজীবনে এবং ভবিষ্যত জীবনে অনেক কাজে লাগবে বলে আশা করি"। সংস্থায় এসে তার সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ দিন সে এই সংস্থার সংঙ্গে জড়িত থাকতে চায়। তাকে সহযোগিতা করার জন্য সে সব সময় এডিআই এর নিকট কৃতজ্ঞ।

Chartered Accountants

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Financial Position
As at 30 June, 2024

Particulars	Notes	Amount in BDT	
		30th June 2024	30th June 2023
Properties and Assets :			
A. Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipments (PPE)	7.00	58,143,626	54,998,174
B. Intangible Assets:			
System & Software	7.00	40,614	102,447
Total Non-Current Assets (A+B)		**58,184,240**	**55,100,621**
C. Current Assets:			
Loan to members	8.00	1,979,047,187	1,774,207,217
Short term investment	9.00	145,891,407	74,344,570
Grants and accounts receivable	10.00	3,839,195	4,611,708
FDR interest receivable	11.00	891,779	169,134
Advance, deposits and prepayments	12.00	1,537,784	1,917,434
Advance income Tax	13.00	682,500	575,000
Unsettled staff advance	14.00	3,815,123	3,886,957
Staff loan	15.00	3,317,696	2,362,028
Stock & stores	16.00	361,675	287,957
Cash and cash equivalents	17.00	116,259,307	64,920,513
Total Current Assets		**2,255,643,653**	**1,927,282,518**
Total Properties and Assets(A+B+C)		**2,313,827,893**	**1,982,383,139**
Capital Fund and Liabilities:			
A. Capital Fund			
Cumulative Surplus	18.00	346,947,282	332,447,109
Statutory Reserve fund	19.00	38,549,697	36,938,567
Total Capital Fund		**385,496,979**	**369,385,676**
B. Non Current Liabilities			
Loan from PKSF	20.00	259,899,999	247,099,998
Loan from commercial Bank	21.00	37,007,277	59,351,483
Members welfare fund	22.00	105,437,875	90,322,662
Members saving deposits	23.00	158,604,685	160,676,857
Total Non -Current Liabilities		**560,949,836**	**557,451,000**
C. Current Liabilities			
Loan from PKSF	20.00	297,366,666	234,783,338
Loan from Commercial Bank	21.00	175,470,653	77,672,701
Loan from PF, Gratuity & Security Fund	24.00	61,887,257	63,076,177
Members saving deposits	25.00	614,441,362	555,998,192
Staff Kalyan Tahbil	26.00	1,969,000	2,868,900
Loan loss provision (LLP)	27.00	197,454,794	104,968,877
Provision for income tax payable	28.00	530,174	202,120
Accounts payable	29.00	15,295,163	12,909,609
Corona relief fund	30.00	73,488	194,488
Inactive members savings	31.00	1,659,521	1,834,061
Incentive from PKSF (Wash Project)	32.00	1,233,000	1,038,000
Total Current Liabilities		**1,367,381,078**	**1,055,546,463**
Total Capital Fund & Liabilities (A+B+C)		**2,313,827,893**	**1,982,383,139**

The accompaning notes from an integral part of these financial statements.

Sahawat
Chief Accountant

Executive Director

Chairman

Signed in terms of our Separate report of even date

Place: Dhaka
Date : 3rd September, 2024
DVC: 2409030422AS879105

RAZZAQUE & CO. R&C

Razzaque & Co.
Chartered Accountants
Enrollment Number: 422

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Profit and Loss and Comprehensive Income
For the year ended 30 June, 2024

Particulars	Notes	Amount in BDT	
		FY 2023-24	FY 2022-23
A. Income			
Service charges on loan to members	34.00	410,320,736	363,673,183
Income from interest on FDR Investment	35.00	7,478,955	4,072,654
Income from Bank interest		553,625	335,756
Income from Grants (Reimbursement PKSF)	36.00	8,276,810	7,491,281
Admission Fee		173,420	141,130
Sale of Passbook		251,405	259,605
Sale of Loan form		224,165	214,235
Sales of samity resolution register		52,500	43,150
Interest on house loan		18,158	63,959
Interest on motor cycle loan		34,619	2,007
Writte off loan recovered		564,975	651,512
Gain on sales of old assets		3,199	528
Income from dormitory		175,190	5,100
Income from project (Health cards & others sales)		198,500	138,475
Education donation from staff		58,910	54,540
Other Income		922,432	223,857
Total Income (A)		**429,307,599**	**377,370,972**
B. Expenditure			
Financial Expenses:			
Interest (Service charge) paid on PKSF loan	37.00	33,502,668	24,603,645
Interest paid on Bank loan	38.00	15,175,889	15,530,280
Interest paid on member's savings	39.00	54,106,576	42,371,127
Interest paid on PF,Gratuity & Security loan		4,818,051	4,071,305
Interest paid on Staff Kalyan Tahbil		332,345	1,033,915
Total Financial Expenses		**107,935,529**	**87,610,272**
Salary & allowances	40.00	**149,964,239**	**134,678,849**
Administrative Expenses:			
Office rent		11,301,459	9,960,660
Printing & stationery		2,147,226	2,085,519
Office management		1,169,851	1,407,229
Wages & allowance		368,329	363,200
Postage and telephone		2,760,029	2,294,647
Repair and maintenance		1,547,234	1,620,907
Electricity, Gas & Water		1,875,730	1,521,733
Entertainment		825,134	1,069,186
Advertisement		131,850	154,768
Bank charges & commission		953,059	897,965
Training, meeting & seminar		359,873	535,364
Board meeting & honorarium		558,339	445,265
Fuel & Lubricants		4,683,768	4,296,273

Razzaque & Co. Dhaka Chartered Accountants

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Profit and Loss and Comprehensive Income
For the year ended 30 June, 2024

Particulars	Notes	Amount in BDT	
		FY 2023-24	FY 2022-23
Legal expenses		1,490,837	205,397
Newspaper periodicals		10,725	12,953
Annual Fee to Authority		801,353	464,825
Audit and professional Fee		150,000	110,000
Consultancy Fee		213,643	52,250
Software Service Charges		661,170	642,600
Depreciation and amortization		2,310,428	3,172,395
Total Administrative Expenses		**34,320,037**	**31,313,136**
Program Expenses:			
Travelling & conveyance		2,954,791	2,657,142
Rebate given		8,866,480	6,920,427
Programs Expenses of PKSF funded Projects	41.00	11,964,253	10,143,635
Programs Expenses of own funded Projects	42.00	941,482	573,823
Loan Loss Provision Expenses (LLPE)		92,485,917	41,107,102
Other Operating Expenses	43.00	884,817	1,191,314
Total Program Expenses		**118,097,740**	**62,593,443**
Total Operating and Financial Expenses		**410,317,546**	**316,195,701**
Total Surplus before Tax		**18,990,053**	**61,175,271**
Income Tax		2,345,685	806,016
Excess of Income over Expenditure (A-B)		**16,644,368**	**60,369,255**

The accompaning notes from an integral part of these financial statements.

Chief Accountant	Executive Director	Chairman

Signed in terms of our Separate report of even date

Place: Dhaka
Date : 3rd September, 2024
DVC: 2409030422AS879105

Razzaque & Co. Chartered Accountants Dhaka

Razzaque & Co.
Chartered Accountants
Enrollment Number: 422

Alternative Development Initiative
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June, 2024

Particulars	FY 2023-2024 In BDT	FY 2022-2023 In BDT
A. Cash Flows from Operating Activities		
Excess of Income over Expenditure	16,644,368	60,369,255
Board Members Subcriptions	25,200	25,200
Add: Amount considered as non-cash items:		
Prior year adjustment with Surplus,Fund	(558,265)	(493,065)
Loan Loss Provision (LLP)	92,485,917	41,107,102
Loan Written off	-	(27,778,511)
Loss on Assets	51,044	73,133
Assets Adjusted with Revenue Expenses	-	1,492
Depreciation for the year	2,307,229	3,172,395
Sub-total of non -Cash Items	**110,955,493**	**76,477,001**
Loan Disbursement to Members	(204,839,970)	(261,099,318)
Increase/(Decrease) in Current assets	(635,534)	(1,145,987)
Increase/(Decrease) in current liabilities	1,713,168	(2,086,608)
Net cash used in operating activities	**(92,806,843)**	**(187,854,912)**
B. Cash Flows from Investing Activities:		
Acquisition of property, plant and equipment	(5,466,672)	(37,069,778)
Sales of Assets	24,780	72
Software Developments	-	(70,875)
Investment	(71,546,838)	20,785,033
Net cash used in Investing activities:	**(76,988,730)**	**(16,355,548)**
C. Cash Flows from Financing Activities:		
Loan received	150,837,075	67,198,658
Member Savings	56,370,998	106,998,138
Member Welfare Fund	15,115,213	16,781,480
Others Loan	(1,188,920)	58,123,555
Net Cash used in financing activities	**221,134,366**	**249,101,831**
D. Net increase/decrease (A+B+C)	**51,338,793**	**44,891,371**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year	64,920,513	20,029,142
Cash and Bank balance at the end of the year	**116,259,307**	**64,920,513**

The accompaning notes from an integral part of these financial statements.

Chief Accountant　　Executive Director　　Chairman

RAZZAQUE & CO. Dhaka Chartered Accountants

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Changes in Equity
For the year ended 30 June, 2024

Particulars	2023-2024		Total	2022-2023		Total
	Cumulative Surplus	Statutory Reserve Fund		Cumulative Surplus	Statutory Reserve Fund	
Opening Balance:	332,447,109	36,938,567	369,385,676	278,535,858	30,948,428	309,484,286
Current years surplus	16,644,368	-	16,644,368	60,369,255	-	60,369,255
Prior year adjustment	(558,265)	-	(558,265)	(493,065)	-	(493,065)
Board Members Subcriptions	25,200	-	25,200	25,200		25,200
Total	**348,558,412**	**36,938,567**	**385,496,979**	**338,437,248**	**30,948,428**	**369,385,676**
Transfer to Statutory Reserve fund:						
Current years surplus	(1,664,437)	1,664,437	-	(6,036,926)	6,036,926	-
Prior year adjustment	55,827	(55,827)	-	49,307	(49,307)	-
Board Members Subcriptions	(2,520)	2,520	-	(2,520)	2,520	-
Ending Balance:	**346,947,282**	**38,549,697**	**385,496,979**	**332,447,109**	**36,938,567**	**369,385,676**

The accompaning notes from an integral part of these financial statements.

Chief Accountant **Executive Director** **Chairman**

RAZZAQUE & CO. Dhaka Chartered Accountants

অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
বাসা-৫৮ (৪র্থ ও ৫ম তলা), ব্লক-বি, রোড নং-০৩, নিকেতন, গুলশান-০১
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ, ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২
ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com
ওয়েব : https://www.adi-bd.org